25/-

SUNNI DARPAN MAGAZINE

سنی درپن

ত্রৈমাসিক

সুন্নী দর্পণ

ذی قعدہ ۱۴۴۰ھ July-2019

ক্বুরবাণী সম্পর্কে আলোকপাত

ফাতাওয়া বিভাগ

তাফসীরুল ক্বোরআন

- কান পর্যন্ত হাত তোলার প্রমাণাদি-
- দারুল হুদা এর আসল রুপ
- নাত ও মানকাবাত
- বিশ্বে আলাহাযরাতের গ্রহণ যোগ্যতা-
- হাদীস শরীফের দ্বারা আক্বাইদ শিক্ষা
- আযান মাস্‌জিদের ভিতরে নয় বাহিরে হবে

সম্পাদক মুফ্‌তী নূরুল আরেফিন রেজবী আজহারী

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

৭৮৬/৯২/৯১৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ত্রৈমাসিক

সুন্নী দর্পণ

শিক্ষা ধর্ম সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা

১ম বর্ষঃ ২য় সংখ্যা

সম্পাদক
মুফ্তী নূরুল আরেফিন রেজবী আজহারী, পূর্ব বর্ধমান।
Mobile-9732030031,
সহ-সম্পাদক;-মুফ্তী আমজাদ হোসাইন সিমনানী আশরাফী,দ: দিনাজপুর।

সভাপতি
মুফ্তী মুজাহিদুল ক্বাদেরী,শাইখুল হাদীস গাড়িঘাট মাদ্রাসা,মুর্শিদাবাদ
সহ-সভাপতি;-মুফ্তী আশরাফ রেজা নাঈমী,রাজমহল
কোষাধ্যক্ষ
হাকীম মাওলানা আনোয়ার হোসাইন রেজবী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
অক্ষর বিন্যাস,প্রুফ নিরীক্ষণঃ-
মুফ্তী মুহাম্মাদ সাফাউদ্দিন সাক্বাফী আল আশরাফী,পশ্চিম বর্ধমান।
প্রধান পর্যবেক্ষকঃ-
মুফ্তী মুহাম্মাদ তোফাজ্জুল হোসেন কালিমী,সহশিক্ষক গাড়িঘাট মাদ্রাসা।
সহকারী পর্যবেক্ষক;-মুফতী মুহাম্মাদ সাবির রেজবী মিসবাহী।

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

১ম বর্ষঃ ২য় সংখ্যা

শাওয়াল,১৪৪০হিজরী,জুলাই আষাঢ় ২০১৯,আষাঢ় ১৪২৬

আলাহযরাতের ১০০তম উরূষ উপলক্ষে, বাংলা ভাষায় মাসলাকে আলা হযরাতের বিশেষ মুখপত্র

স্মরণার্থে

সিরাজুল উম্মাহ্ হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা হযরত্ নুমান ইবনে সাবিত **ইমামে আযাম আবু হানীফা** রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু।

বফয়জে রুহানী

হুযুর গাওসে সামদানী কুতুবে রাব্বানী মাহবুবে সুবহানী শাইখ আব্দুল ক্বাদীর জিলানী ও গিলানী, হুযুর সুলতানুল হিন্দ খাযা গরীব নাওয়াজ,মাহবুবে ইয়াজদানী হুযুর মাখদুম আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী,মুজাদ্দিদে আযাম ইমাম আহমদ রেযা খান মুহাদ্দিসে বেরেলবী রাদ্বীয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম।

পৃষ্ঠ পোষক বা জেরে সারপরস্ত

পীরে ত্বরীকাত জামালে মিল্লাত হুযুর জামাল রেজা খান ক্বাদেরী রেজবী নূরী দামাত বারকাতাহু, বেরেলী শরীফ

সূচীপত্র

1-পত্রিকার জন্য খাস দুয়া----------4
2-সম্পাদকীয়----------5
3-তাফসীরুল ক্বোরআন----------7
4-হাদীস শরীফের দ্বারা আক্বাইদ শিক্ষা--------9
5-কান পর্যন্ত হাত তোলার প্রমাণাদি----------4
6-ফাতাওয়া বিভাগ----------16
7-কুরবাণী সম্পর্কে আলোকপাত----------17
8.আযান মাস্‌জিদের ভিতরে নয় বাহিরে হবে--23
9.হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৈনন্দিনের আমল----------26
দারুল হুদা এর আসল রুপ----------26
10.ইসলামিক নলেজ----------27
11-বিশ্বে আলাহযরাতের গ্রহণ যোগ্যতা--------28
12.জিহ্বার ক্ষতি ও নীরবতার ফজিলত--------30
13.নাত ও মানকাবাত----------32

পত্রিকার উপদেষ্টা কমিটি মন্ডলীগণ

★মুফ্তী মুজাহিদুল ক্বাদেরী,মুর্শিদাবাদ ★মুফ্তী শাজাহানসাহেব আজিজী, মালদা ★মুফ্তী লুৎফুর রহমান আযহারী,কিশান গঞ্জ ★মুফ্তী মুমতাজ হোসেন হাবিবী, রাজমহল ★মুফ্তী আশরাফ রেজা নাঈমী,রাজমহল ★সাইয়্যেদ শাহিদ মিয়া ক্বাদেরী রেজবী নূরী,রামপুর ★ মুফ্তী আনোয়ারুল হক্ব মুস্তফাবী ক্বাদেরী রেজবী নূরী,বেরেলী শরীফ ★ডক্টর গুলাম জাবির শামস্ মিস্বাহী,মুম্বাই ★ডক্টর শাহাবুদ্দীন রেজবী,বেরেলী শরীফ ★মুফ্তী মুখতার আলাম রেজবী,কলকাতা ★মুফ্তী মুজাহিদ হোসেন হাবিবী,কলকাতা ★মুফ্তী গুলাম মুস্তাফা রেজবী, কলকাতা ★সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আলী ক্বাদেরী,বাড়া দরবার শরীফ ◈আলহাজ শাফিকুল ইসলাম রেজবী,মুর্শিদাবাদ ★জনাব আব্দুস্ সালাম রেজবী ★সাইয়্যেদ মাসুদুর রহমান ক্বাদেরী,হাওড়া।

সম্পাদক মন্ডলীর সদস্যবৃন্দ

★মুফ্তী আব্দুল আযীয কালিমী ★মুফ্তী নাঈমুদ্দীন রেজবী, মুর্শিদাবাদ ★মুফ্তী সাহিমুদ্দীন আজহারী ★মুফ্তী জুবাইর আলাম রেজবী মুজাদ্দেদী ★মুফ্তী তাফাজ্জুল হোসেন কালিমী,গাড়িঘাট মাদ্রাসা ★মুফ্তী জিয়াউল মুস্তাফা রেজবী,গাড়িঘাট মাদ্রাসা ★মুফ্তী শাবির রেজবী,গাড়িঘাট মাদ্রাসা ★মুফ্তী আবুতোরাব রেজবী, গাড়িঘাট মাদ্রাসা ★মুফ্তী আলামগীর হোসাইন ★মাওলানা সমিরুদ্দীন রেজবী ★ক্বারী আব্দুল কুদ্দুস রেজবী ◈হাজী আব্দুল মান্নান রেজবী ★মুফ্তী ওয়ায়েজুল হক্ব হাবিবী ★মুফ্তী ফজলুর্ রহমান, ★মুফ্তী শামসুদ্দীন মিসবাহী ★ক্বারী সাইফুদ্দীন রেজবী,গাড়িঘাট মাদ্রাসা ◈সাদ্দাম হোসেন সাহেব কান্দী ◈জনাব আল্লারাখা বিশ্বাস রেজবী,মুর্শিদাবাদ ★মুফ্তী ফজলুর্ রহমান রেজবী মিসবাহী,রাজমহল ★মাওলানা আঈনুল হক্ব আশরাফী রেজবী কালিমী ★মুফ্তী রাঈসুদ্দীন আশরাফী,মালদা ★মুফ্তী সাইয়্যেদ যুলফিকার বারকাতী, দঃ দিনাজ পুর ★ক্বারী সিরাজুল ইসলাম ★মুফতী আজমাঈন, ◈সাইয়্যেদ গোলাম মহিউদ্দীন উরফে কিরনভাই ★হাফীয ক্বারী মাওলানা হারুন রশীদ সাহেব(সাগরদিঘী) ★মাওলানা আব্দুল আহাদ(ভগবান গোলা) ★ মাওলানা মিনারুল ইসলাম রেজবী(পেশ ইমাম,গাড়িঘাট মাসজিদ) ◈HQM জিয়াউল মুস্তাফা(সাগরদিঘী) ◈হাজি আক্বাস আলি,রামপুর হাট ★ মাওলানা কামরুদ্দীন,বাঁশবেরিয়া,হুগলি।

বিশেষ দ্রবষ্টঃ-এই সংখ্যায় কিছু প্রবন্ধ এবং কিছু বিভাগ বিশেষ কারণের জন্য দেওয়া সম্ভব হল না তার জন্য দু:খিত——সম্পাদক।

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

পত্রিকার জন্য খাস দুয়া

পীরে ত্বরীকাত জামালে মিল্লাত হুযুর জামাল রেজা খান ক্বাদেরী রেজবী নূরী দামাত বারকাতাহু,বেরেলী শরীফ

۷۸٦ / ۹۲

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ○

بڑی مسرت کی بات ہے کہ عمر پور ضلع مرشدآباد سے مسلک اعلحضرت کی تبلیغ واشاعت کیلئے ایک سنی بنام (سنی درپن) عنقریب شائع ہونے جارہا ہے مجھے امید ہی نہی بلکہ یقین ہے اس بنگلہ رسالہ کی معرفت سنی بنگالی مسلمانوں کو خاطر خواں فیض ملے گا اللہ تعالیٰ سے دعاء ہے کہ اس رسالہ کو قبولیت عام نصیب فرمائے اور اس رسالہ کے ایڈیٹر وتمام اراکین ومعاونین کو دارین کی نعمتوں سے مالامال فرمائے

آمین

۷ر فروری ۲۰۱۹ء

ভাষান্তর

মুফ্‌তী মুহাম্মাদ সাফাউদ্দিন সাক্বাফী আল আশরাফী

বড় আনন্দের সংবাদ এই যে,মুর্শিদাবাদ জেলার ওমার পুর হইতে মাসলাকে আলা হাযরাতের প্রচার ও প্রসারের জন্য খুব তাড়াতাড়ি সুন্নী দর্পণ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ হইতে চলিয়াছে। আমি শুধু আশা করিতেছিনা বরং দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি যে, এই বাংলা পত্রিকার মাধ্যমে বাঙ্গালী মুসলমানগণ যথেষ্টভাবে উপকৃত হইবে। আল্লাহর নিকটে দুয়া প্রার্থনা করিতেছি যে,এই পত্রিকাকে যেন সর্ব সাধারণের কাছে উপযোগী করিয়াদেন এবং এই পত্রিকার সম্পাদক ও এই পত্রিকার সাথে জড়িত সমস্ত ব্যক্তিগণ এবং সাহায্যকারীগণকে দ্বীন ও দুনিয়ার নিয়ামতে মালামাল করিয়াদেন।

আমিন।—

হুযুরের সহি------

৭ ফেব্রুয়ারী,২০১৯

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

সম্পাদকীয়---

বাংলার লেখণীর সিংহভাগই ওহাবী মদতপুষ্ট, সতর্ক থাকুন!

জন সংখ্যার নিরিখে বিশ্বে বাংলা স্থান সপ্তম। পৃথিবীর ২৮ কোটি মানুষের মাতৃভাষা হল বাংলা। তার মধ্যে আনুমানিক ২কোটি মানুষ প্রবাসী। বাংলা ভাষার ঐতিহ্য এবং সাহিত্য সম্ভার বিপুল। অনান্য ক্ষেত্রের সাথে সাথে ধর্মীয় ক্ষেত্রেও এর প্রভাব অনস্বিকার্জ। বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় প্রেরণা জাগরণের জন্য বিভিন্ন ধর্মীয় পুস্তক অনুবাদ প্রভৃতি বাংলা ভাষায় লিখিত হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় অদ্যবধি যে সকল ধর্মীয় লেখনী বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে তার সিংহভাগই হল ওহাবী কিংবা ওহাবী মদতপুষ্টদের। বাংলাদেশ হতে প্রকাশিত ক্বোরআন শরীফের যত অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে একমাত্র কানযুল ঈমান ব্যতীত সবই ওহাবী সম্প্রদায়ের। বুখারি শরীফের বাংলা ভাষায় অনুবাদ আজও কোন সুন্নীদের কলমে প্রকাশিত হয়নি। এর দুটি কারণ আমার কাছে ধরা পড়েছে **প্রথমতঃ**-যাদের কাছে উপযুক্ত অর্থ আছে তারা এর অনুবাদেগুরুত্ব দেয় না এবং **দ্বিতীয়তঃ**-যে আলিমদের ইচ্ছা আছে অনুবাদ করার তাদের কাছে উপযুক্ত অর্থ নেই। যাইহোক শুধু ক্বোরআন শরীফ ও বুখারী শরিফের অনুবাদেই এটা সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং অনুরুপভাবে মাসয়ালা মাসাইলের পুস্তকের ক্ষেত্রেও। হয়তো প্রশ্ন হতে পারে ওহাবীদের লেখনী কি আমাদের পক্ষে নয়? উত্তরে একথা বলতে হয় ওহাবীদের লেখনীগুলি হল বিদ্বেষীমূলক। অনেক ক্ষেত্রে ক্বোরআন শরীফের ভুল অনুবাদ করে নিরিহ মুসলমান সম্প্রদায়ের ঈমানকে নষ্ট করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে বা হচ্ছে। আসুন এখানে শুধুমাত্র একটি দৃষ্টান্ত আপনাদের সম্মুখে তলে ধরছিঃ-

দৃষ্টান্ত-১

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ

উচ্চারণ-ইন্নাল মুনা ফিক্বীনা ইয়ুখা দিউনাল্লাহা ওয়া হুয়া খা দি উহুম।

☒মুনাফিক্বগণ প্রতারণা(দাগাবাজি)করছে আল্লাহর সাথে,আল্লাহ্ও তাদের দাগা(ধোকা) দেবেন (আশিক ইলাহি মিরাঠি,শাহ্ আব্দুল ক্বাদীর ও মাওলানা মাহমুদুল হাসান)।

☒নিশ্চয় মুনাফিক্বগণ ধোকা দিচ্ছে আল্লাহ্কে এবং তিনি(আল্লাহ)ধোকাকারী তাদের সাথে(শাহ রফীউদ্দিন)।

☒---খোদা তাদেরকেই ধোকা দিচ্ছেন(ডিপুটি নযীর আহ্মাদ)।

☒আল্লাহ্ তাদেরকেই ধোকার মধ্যে পতিতকারী (ফত্তেহ্ মুহাম্মাদ জলনধরী)।

☒ তিনি তাদেরকে ধোকা দিচ্ছেন((নবাব ওয়াহিদুজ্জামান গায়ের মুকাল্লিদ,মির্জা হায়রাত দেহেলবী গায়ের মুকাল্লিদ,ফরমান আলী শিয়া)।

☒এসব মুনাফিক্ব আল্লাহর সাথে ধোকাবাজি করছে,অথচ বাস্তবিকপক্ষে,আল্লাহই তাদেরকে ধোকার মধ্যে পতিত করে রেখেছেন(তাফহীমুল ক্বোরআন কৃত মাওদুদী)।

☒ নিশ্চয় কপট লোকেরা ঈশ্বরকে বঞ্চনা করে,এবং ঈশ্বরও তাদেরকে বঞ্চনা করিয়া থাকেন (গিরিশ চন্দ্র সেন)।

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

☒মুনাফিক্ব আল্লাহ্কে প্রাতারিত করতে চাহে; বস্তুত তিনিই তাহাদিগকে প্রতারিত করে থাকেন(আল ক্বোরআনুল কারীম,অনুবাদ,ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ)।

অথচ দাগাবাজি,ধোকা ও প্রতারণা কোনটা কোন মতেই আল্লাহর শানে উপযোগী নয়। তাই আলা হাযরাত রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু তাফসির ভিত্তিক অনুবাদ করেছেন;-

☑নিশ্চয় মুনাফিক্ব লকেরা নিজেদের ধারণায়, আল্লাহ্কে প্রতারিত করতে চায়,বস্তুত তিনিই তাদেরকে অন্যমনস্ক করে মারবেন(আলা হাযরাত রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু)।

☆English Translation☆

Undoubtedly, the hypocrites are likely to deceive Allah in their own conjecture and it is He who will kill them making them negligent,(Kanz-UL-Eeman).

ক্বোরআনের তাফসীর গ্রন্থাবলী পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে,আলা হাযরাত রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু এ অনুবাদে আয়াতের পরিপেক্ষিতে অতীব সতর্কতামুলক পন্থায় বিবৃত হয়েছে। এটা নিছক শব্দগত অনুবাদ নয়,বরং তাফসীরভিত্তিক অনুবাদ। এধরণের আরো অনেক আয়াত শরিফ আছে যেগুলিতে ঐধরণের অনেক ভুল ভ্রান্তি আছে কিন্তু সব এখানে লেখা সম্ভব নয় শুধু ইশারা স্বরুপ ১টি আয়াত শরীফ উথাপন করলাম।

পাঠক বৃন্দ এই ১টি আয়াত শরীফেই বুঝতে পারবেন যে বদমাযহাব এবং গায়ের মুকাল্লিদগণ কিরূপ নিছক প্রতারক।

প্রথমতঃ;- তারা আল্লাহ্কে পর্যন্ত ছেড়ে কথা বলেনি আল্লাহ্কে ধোকাবাজ,প্রতারণাকারী বলেছে (নাউযুবিল্লাহ্)। তাই এধরণের অনুবাদ পড়লে ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। অথচ আলাহাযরাত রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর অনুবাদই যথার্থ এবং সব ধরণের বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত। তা পাঠ করলে ঈমান নষ্ট হবে না বরং ঈমান মজবুত হবে। এই জন্যই আলাহাযরাত রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর ক্বোরআন শরীফের অনুবাদ কানযুল ঈমানই হল অনান্য অনুবাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

তাহলে ভাবুন! এইরূপ অনুবাদ কৃত পুস্তক পাঠ করার পর কোন মানুষ যদি এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে ফেলে তাহলে সে কি কাফির নয়? সে কি ঈমানদার হতে পারে? আফসোস! আজ পর্যন্ত কত মানুষ এদের অনুবাদ পড়ে বিশ্বাস স্থাপন করে ঈমানহারা হয়ে মারা গেছে। আজও পর্যন্ত সিংহভাগ মানুষ যারা এগুলি পাঠ করে বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে কতই না লাঞ্ছনার যোগ্য। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন! সমাজের এই সকল ওহাবী ও ওহাবি মদতপুষ্টদের পুস্তক পড়া হতে দুরে রাখুন।(আ মিন)।

৮ নং পৃষ্ঠার শেষাংশ--

কেননা,কাফিরগণ তো বুতগুলোর নামে পশু যবেহ করে,সুতরাং আপনি মহান রব্বের নামে যবাহ্ করুন। কিন্তু প্রথম অভিমত বেশী শক্তিশালী।

টীকাঃ-৪:-ফলে,তার ভাগ্যে না ঈমান জুটবে,না উত্তম চর্চা, না বর্কত, না অন্য কোন মঙ্গল,না পরকালে সে ক্ষমা পাবে। সুতরাং আস্ ইবনে ওয়াইলের যদিও সন্তান-সন্ততি ছিলো,কিন্তু মহান রব্ব তার সন্তানদেরকে ঈমানের ক্ষমতা দান করে প্রকান্তরে তাকে নিঃসন্তান করে দিয়েছেন। এখনো পরিলক্ষিত হয় যে, যেসব লোক হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অবমাননাকর মন্তব্য করাকে নিজের স্বভাব করে নিয়েছে,তারা বেশিরভাগ নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

তরজমা কানযুল ঈমান | তাফসীরুল ক্বোরআন | তাফসীর নূরুল ইরফান

কানযুল ঈমানঃ-মুজাদ্দীদে আযাম ইমাম আহমদ রেজা খান মুহাদ্দীসে বেরেলবী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু।
নূরুল ইরফানঃ-হাকিমুল উম্মাত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু।

আয়াত-৩ রুকু-১	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ বিস্‌মিল্লাহির্ রাহ্‌মানির রাহিম। আল্লাহর নামে আরম্ভ,যিনি পরম দয়ালু,করুণাময়।	সুরা-কাওসার* মাদ্দনী[১]

إِنَّآ أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۝١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝٢ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝٣

উচ্চারণ;-১)ইন্না আয়াত্বায়না কাল কাওসার ২)ফাসাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ান্হার ৩)ইন্না শা নিয়াকা হুয়াল আবতার।

অনুবাদ:-১)হে মাহবূব! নিশ্চয় আমি আপনাকে অসংখ্য গুণাবলী দান করেছি[২]২)সুতারাং আপনি আপনার প্রতিপালকের জন্য নামায পড়ুন এবং ক্বোরবানী করুন[৩]। ৩)নিশ্চয় যে আপনার শত্রু,সে-ই সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।[৪]

EnglishTranslation

Allah in the name of The Most Affectionate, the Merciful.

1. 'O beloved! Undoubtedly, We have bestowed you abundance of good.2. Therefore offer prayer for your Lord, and do the sacrifice.3. Undoubtedly, one who is your enemy, he is cut of from every good."KANZ-UL-EEMAN"

তাফসীর

★টীকাঃ-১)সুরা কাওসার অধিকাংশ বিজ্ঞ ব্যক্তির মতে মাদানী। কেউ কেউ অবশ্য মাক্কীও বলেছেন।
শানে নুযুলঃ-যখন হুযুরের সাহেব জাদা হযরত কাসিমের ইন্তেকাল মক্কা মুয়ায্যমায় এবং হযরত ইব্রাহীমের বিসাল শরিফ মাদীনা মুনাওয়ারায় হলো,তখন আস ইবনে ওয়াইল প্রমুখ কাফির বললো,হুযুর আব্তার হয়ে গেছেন,অর্থাৎ তাঁর বংশ আর রইলো না। তাঁর আর বংশ আর রইলো না। তাঁর পরে,না তাঁর নাম থাকবে, না তাঁর ধর্ম। তাদের খণ্ডন ও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনের শান্তনার জন্য এ সুরা শরিফ অবতীর্ণ হলো। (তাফসীরে রূহুল বায়ান ইত্যাদি)।

টীকা;-২ كوثر (কাওসার) بروزن فوعل (ফওআল এর সমুচ্চারিত)। অতিশয়তা مبالغہ এর صیغہ বা শব্দরুপ। كثرت থেকে গঠিত। আরবীতে كثير কাসীর মানে বেশী, اكثر (আকসার)মানে খুব বোশ। كثار মানে খুবই বেশি,আর كوثر অর্থ সীমাহীনভাবে বেশী,যা সৃষ্টির বিবেক-বুদ্ধি ও অনুধাবনের বাইরে।
কাওসার মানে হয় তো হাওয-ই কাওসার। যার প্রশস্ততা হচ্ছে-এক মাসের পথ। ইয়াকুত(পদ্মরাগ মণি)ও অনান্য মুক্তার উপর প্রবাহিত। এর তীরে একেকটি মুক্তার তৈরি তাঁবু ও সবুজ-সজীব সারি সারি বৃক্ষরাজি সজ্জিত।

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

এর পেয়ালার সংখ্যা আকাশের তারাগুলোর মতোই অসংখ্য। এর একটা নহর জান্নাতীদের ঘরের মধ্যে রয়েছে,আরেকটা নহর থাকবে ময়দান-ই মাহশারে,যা থেকে পান করতে মুর্তাদকে বাধা দেওয়া হবে।

অথবা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বেশী সংখ্যক সন্তান(বংশীয়)অথবা অগণিত উম্মত,যাঁরা দুনিয়ার প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছেন। অথবা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীমাহীন জ্ঞান কিংবা পবিত্র কর্ম। অথবা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অগণিত গুণাবলী ও প্রশংসা। অথবা শাফাআত-ই কুবরা(বৃহত্তম সুফারিস)। অথবা আলম-ই কাস্‌রাত(আধিক্যের জগৎ)।(তাফসীরে আযিযী ইত্যাদি)।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাযীয়াল্লাহু আনহু বলেছেন কাওসার মানে হল বহু কল্যাণ। এতে হাওয-ই কাওসারও অন্তর্ভূক্ত।(বুখারী শরীফ)।

এখানে কয়েকটি কথা গুরুত্বপূর্ণ

এক;- এ বিষয়টি إِنَّا ইন্না দ্বারা আরম্ভ করেছেন। কেননা, আরবের কাফিরগণহুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ মালিকানাকে অস্বীকার করতো, যেমনভাবে আজকাল কোন কোন বদ-বাতিন(ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণকারী)ও অস্বীকার করে থাকে। আর বলে বেড়ায়,হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট কিছুই নেই। তিনি কি দেবেন? রব্বের নিকট চাও!

দুই মহান রব্ব হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সবকিছু প্রদান করেছেন,হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও নিয়েছেন। সমস্ত নবী ও ফারিস্তা আলাইহিমুস সালামগণ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট কামালাত(গুনাবলী ও মর্যাদাদি)লাভ করেছেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ- আল্লাহ্ দান করেন এবং আমি বণ্টন করি।

তিনঃ-কেউ এগুলো হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে না। কেননা,এতো মহান রব্বের দান; যেমনিভাবে,কেউ সূর্যকে নেভাতে পারে না।

চারঃ-হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমগ্র দুনিয়ার মালিক; কেননা,দুনিয়াতো স্বল্পই। আর যা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দিয়েছেন, তা তো খুবই বেশী। দুনিয়াতো হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশাল মালিকানার একটা ক্ষুদ্রতম অংশ মাত্র।

টীকাঃ-৩ অর্থাৎ পাঞ্জেগানা নামায নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করুন। অথবা এ রাজকীয় দানের কৃতজ্ঞতায় নফল নামাযসমূহ আদায় করুন অথবা ঈদুল আযহার নামায পড়ুন। আর ঈদুল আযহার নামাযের পরে কুরবানী করুন!

এথেকে কয়েকটা মাসআলা প্রতীয়মান হলোঃ-

একঃ- নামাযের পাবন্দী(নিয়মিতভাবে নামায আদায় করা)হচ্ছে-আল্লাহ্ তায়ালার নিয়ামতগুলোর মধ্যে উৎকৃষ্টতম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

দুইঃ-এ কুরবানী হল ইসলামেরই বিশেষ রীতি اَشْعَار। কুরবানী না করে এর বিনিময় মূল্য দেওয়া যাবে না।

তিনঃ-কুরবানী শুধু মক্কা মুয়াযযমাহ্‌র অধিবাসী ও হাজীদের জন্য খাস নয়। যেমন কোন কোন নির্বোধ লোক বুঝে বসেছে। কেননা, মাদীনা পাকেই সরকার-ই মাদীনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুরবানী দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

চারঃ-এ সুরা মাদানী। কেননা,কুরবানি হিজরতের পরে ওয়াজিব হয়েছে। যেসব লোক এ সুরাকে মাক্কী বলে থাকেন, তাদের ধারণা হচ্ছে নাহর মানে যে কোন প্রকার যবেহ।

পরবর্তী অংশ ৬ পৃষ্ঠায়–

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

হাদীস শরীফের দ্বারা আক্বাইদ শিক্ষা

মুফ্‌তী মুহাম্মাদ সাফাউদ্দিন সাক্বাফী আল আশরাফী,পশ্চিম বর্ধমান।

হাদীস শরীফঃ-

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى
قَالَا ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ثَنَا صَفْوَانُ وَثَنَا عَمْرُو بْنُ
عُثْمَانَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ نَحْوَهُ
حَدَّثَنِي أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَازِيُّ عَنْ أَبِي
عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ
أَنَّهُ قَامَ فَقَالَ أَلَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِينَا فَقَالَ أَلَا إِنَّ مَنْ
قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى
ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ
سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ ثِنْتَانِ
وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ
الْجَمَاعَةُ زَادَ ابْنُ يَحْيَى وَعَمْرٌو فِي حَدِيثَيْهِمَا
وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ
تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ لِصَاحِبِهِ
وَقَالَ عَمْرٌو الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ لَا يَبْقَى مِنْهُ
عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ إِلَّا دَخَلَهُ.

(سنن ابو داؤد، عربی، کتاب السنّت، حدیث نمبر۴۵۹۶،
ص:۶۵۰، مطبوعه دار السلام، ریاض سعودی عرب)

অনুবাদঃ-হযরত আবু আমির হায়যানি হযরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণনা করেন যে,অবশ্যই তিনি(হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু)দণ্ডায়মান হলেন আর বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ইরশাদ করেছেনঃ সাবধান হয়ে যাও,তোমাদের পূর্বে আহলে কিতাব ৭২টি দলের মধ্যে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল খুব তাড়াতাড়ি আমার উম্মাত ৭৩ টি দলের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যাবে এবং একটি মাত্র ফিরক্বা জান্নাতে যাবে,সেটাই সব থেকে বড় জামায়াত হবে। হযরত ইবনে ইয়াহ্ ইয়া এবং হযরত আমর ইবনে উসমান রাদ্বীআল্লাহু আনহুমা নিজ নিজ হাদীসের মধ্যে এটাও বলেছেন শীঘ্রই আমার উম্মাতের মধ্যে এমন লোক বের হবে যাদের মধ্যে পথ ভ্রষ্টতা পুরোপুরি ভাবে প্রকাশ পাবে যেমন পাগলা কুকুরে কামড়ালে শরীরে বিষ ছড়িয়ে পড়ে। হযরত আমর বিন উসমান রাদ্বীআল্লাহ আনহু বলেছেন কুকুরে কামড়ালে যেমন সারা শরীরে বিষ ছড়িয়ে পড়ে কোন শিরা,উপশিরা যুক্ত স্থান বাকী থাকেনা, বদমাযহাবের সেরূপ অবস্থা হবে

[সুনানে আবু দাউদ আরবী উর্দু, কিতাবুস্ সুন্নাত হাদীস নং ১১৭৩,পৃষ্ঠা ৪২৮,প্রকাশনী ফরিদ বুক স্টল লাহোর, পাকিস্থান]।

ফায়েদা

সুন্নাত এটাই যে এক মুসলমান দাবী কারী সেই জামায়াতের মধ্যেই থাকুক, যে জামায়াত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৈরী করেছেন এবং বাতিল ফিরক্বা সাধারণ ভাবে প্রকাশ হওয়ার পর নিজেকে সে আহলে সুন্নাতুল জামায়াত থেকে বের হওয়া এবং নিজস্ব পৃথক ফিরক্বা তৈরী করা অথবা এই ভাবে তৈরী হওয়া পথভ্রষ্ট ফিরক্বার মধ্যে যুক্ত হওয়া বহুত বড় বিদয়াত।আহলে সুন্নাতুল জামায়াত ব্যাতীত যত ফিরক্বা তৈরী হয়েছে ঐ সব ফিরক্বা গুলি হল বিদআতী,গুমরাহ এবং বদমাযহাব।

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

মুসলমানদের কাছে যত দ্বীনি, ইল্‌মি এবং ইসলামী লেখনী আছে সমস্ত কিছু আহলে সুন্নাতুল জামায়াতের বুজুর্গদেরই অবদান। অন্য জামায়াতের কাছে মাটি আর ধূলো ছাড়া কিছু নেই। ক্বোরআন ও হাদীস শরীফ এবং ক্বোরআন ও হাদীসের ব্যাপারে সমস্ত জ্ঞান এই সমস্ত ইসলামের তারকাগণ ১৪০০ বছর থেকে এখান পর্যন্ত এনেছেন। অন্যান্য ফিরক্বার মধ্যে বেশীর ভাগ ফিরক্বা শেষ হয়েছে, কিছু নতুন তৈরী হয়েছে সেগুলিও একের পর এক মিটতে থাকবে। ক্বিয়ামত পর্যন্ত পৌছানোর মতো শুধ্ একটাই দল থাকবে। যেটা মুসলমানদের"সাওয়াদে আযম"এবং নাযী(জান্নাতী)দল হবে। ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে আহলে সুন্নাতুল জামায়াত ব্যাতীত যে সমস্ত বাতিল ফিরক্বা গুলির রমরমা দেখা যাচ্ছে এবং কিছু ফিরক্বা বহ্ আনন্দের সাথে সাধারণ লোকেদেরকে নিজেদের পিছনে লাগিয়ে রাখার প্রাণপনে চেষ্টা করছে, ইংরেজদের শাষনের পূর্বে বিশ্বের কোন জায়গাতে এই বাতিল ফিরক্বাগুলির নাম এবং চিহ্ন পর্যন্ত ছিলনা। ইহা ব্রিটিশ গর্ভমেন্ট ইসলামের সঙ্গে শত্রুতার পরিপেক্ষিতে মুসলমানদেরকে উপঢৌকন স্বরূপ দিয়েছে, জানি না! কতদিন পর্যন্ত লোকেদের দ্বীন ও ঈমানের উপর প্রকাশ্য ভাবে ছিনতাই এবং লুণ্ঠন চলবে। আহলে .সুন্নাতুল জামায়াতের হক্কানিয়াতের(সত্যতা) ব্যাপারে খাতিমুল মুহাক্কিকিন হযরত শাইখ আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিস দেহলবী রাদ্বীআল্লাহ্ আনহু ইন্তেকাল ১০৫২হিঃ ১৬৪২সাল লিখেছেন। "যদি বলে যে, ইহা কিভাবে বুঝতে পারা গেল যে, নাযী বা জান্নাতী দল আহলে সুন্নাতুল জামায়াত? এটাই আসল রাস্তা এবং আল্লাহ পর্যন্ত পৌছানোর এটাই রাস্তা,এবং অন্যান্য ফিরক্বাগুলি জাহান্নামী যেহেতু সব ফিরক্বাই দাবী করে যে,সে ঠিক রাস্তায় আছে,তারই মাযহাব হলো আসল মাযহাব।

তার উত্তর হচ্ছে এটাই যে,শুধু দাবী করলে হবে না,দলিলের দরকার। যেমন আহলে সুন্নাতুল জামায়াতের হক্ব হওয়ার দলিল এটাই যে, এই জামায়াতের দ্বীন ইসলাম পরস্পর অনুকরণের মাধ্যমে হয়। শুধু বুদ্ধিই যথেষ্ঠ নয় বরং মুতাওয়াতীর (ধারা বাহিকতা)খবরের মাধ্যমে বোঝা যায়, সালফে স্বালেহীনদের মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম,ত্বাবেঈন এবং তাদের পর সমস্ত বুজুর্গ রাদ্বীআল্লাহ্ আনহুমগনের আক্বীদা এই রাস্তার উপরেই ছিল।

মাযহাব এবং আক্বাবিরিণদের মধ্যে বিদআত,মনমানী(নিজের মতামত) করা প্রথম শতাব্দির পরে হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম রিদ্বয়া নুল্লাহি আজমাঈন ও প্রথম দিকে বুজুর্গ রাদ্বীআল্লাহ্ আনহুমগনের মধ্যে কেহই ঐ ত্বরীকার মধ্যে ছিলেন না। এবং তারা ঐ রাস্তা থেকে দূরে ছিলেন। প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথেই ঐফিরক্বা গুলি সেই বুজুর্গ রাদ্বীআল্লাহ্ আনহুমগনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে বিরোধিতা শুরু করলো। সিহা সিত্তার সম্মানীয় লিখক রাদ্বীআল্লাহ্ আনহুমগন এবং অন্যন্য মাশহুর ও গ্রহণযোগ্য কিতাব সমূহের লিখক রাদ্বীআল্লাহ্ আনহুমগণ, যাদের উপরে ইসলামিক আহকামের জন্য ভরসা করতে হয়। চার মাযহাবের আইমমায়ে মুজ্‌তাহিদিন রাদ্বীআল্লাহ্ আনহুমগণও এই আহলে সুন্নাতুল জামায়াতের অন্তর্ভূক্ত। সমস্ত ফকিহ রাদ্বীআল্লাহ্ আনহুমগণ সকলেই এই গোত্রেরই (একই মতের,আক্বায়েদের ব্যাপারে)এই মাযহাবেরই ছিলেন।আসয়ারী হোক কিংবা মাতুরিদী* রাদ্বীআল্লাহ্ আনহুমা ইনারাও উসুল এবং কালামের ইমাম এবং সালফেস্বালেহীনদের সমর্থনে আক্বলী দলিলের দ্বারা আহলে সুন্নাতুল জামায়াতের আক্বিদাকে প্রমান করেছেন।

---

*হানাফী মাযহাবের আক্বাইদের ইমাম হলেন হযরত মা-তুরিদি রাদ্বীআল্লাহ্ আনহু

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত এবং সালফে স্বালেহীনদের ইজ্মা দ্বারা আহলে সুন্নাতুল জামায়াতকে সঠিক বলে প্রমান করে চিহ্নিত করেছেন।

এই জন্যই এই জামায়াতের নাম"আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াত"হয়েছে। যদিও এই নাম পরে রাখা হয়েছে কিন্তু তাদের মাযহাব ও আক্বিদা সেই ক্বাদিম এর উপরেই প্রতিষ্ঠিত এবং ঐ সব মহান ব্যাক্তিগণের ত্বরীকা যাহা নবী মুস্তাফা আলাইহিস্ সালামের হাদীস এবং আসলাফ রাদ্বীআল্লাহু আনহুমগণের ইরশাদাতকে অনুস্বরণ বা অনুকরন করে ক্বোরআন ও হাদীসের অকাট্য দলিলে প্রকাশ্য অর্থের উপর নির্ভর করে[আশয়াতু লাময়াত প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা ১৪০, ১৪১]

নিজের যামানার স্বনাম ধন্য বুযুর্গ ইমামে রাব্বানি,গওসে স্বামদানী হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানি সরহিন্দি রাদ্বীআল্লাহু আনহু (ইন্তেকাল ১০৩৪ হিঃ/১৬২৪ সাল)মুসলমানদের৭৩ টি দলের মধ্যে জান্নাতি দলের চিহ্ন সম্পর্কে বলেছেন।

طریق النجاۃ متابعۃ اہل السنۃ والجماعۃ کثرہم اللہ سبحانہ فی الاقوال والافعال وفی الاصول والفروع فانہ الفرقۃ الناجیۃ وما سواہم من الفرق فہم فی معرض الزوال وشرف الہلاک علمہ الیوم احداً اولم یعلم اما فی الغد فیعلمہ کل احد وینفع ـ (مکتوبات، دفتر اول، مکتوب ۴۹)

অনুবাদঃ-মুক্তির রাস্তা হলো আহলে সুন্নাতুল জামায়াতের অনুস্বরন। আল্লাহ্ তা'আলা তার আকওয়াল(বক্তব্য সমূহ)আফওয়াল(কর্মসমূহ)উসুল এবং ফুরুর মধ্যে বরকত নাযিল করেন কেন না নাযাত(মুক্তি)পাওয়ার দল এটাই। আহলে সুন্নাতুল জামায়াত ব্যাতীত বাকী সব ফিরক্বা খারাবী এবং ধ্বংসের মধ্যে পড়ে আছে।

যদিও কেহ এই বিষয়ে অবগত না হয় কিন্তু প্রত্যেকেই জানতে পারবে তবে ঐ সময়ে জেনে কোন লাভ হবে না [মাকতুবাত, দাফতার আওয়াল,মাকতুব ৪৯]

আজ প্রত্যেক গুমরাহের ভিতরে এমন ভাবে গুমরাহি ঢুকে গেছে যে,আহলে সুন্নাতুল জামায়াতের অনুসারীদের মিটানোর জন্য সাধারণ সরল আহলে সুন্নাতুল জামায়াত পন্থীদেরকে নিজেদের পিছনে লাগিয়ে হক্বকে মিটিয়ে বাতিলের ডঙ্কাকে বাজানোর জন্য প্রাণপান চেষ্টা করে যাচ্ছে। নিজেদের দিকে তাকিয়েও দেখেনা যে,যে রাস্তার জন্য সে এত মেহনত করছে সেই রাস্তার শেষ জাহান্নামে গিয়ে তো পৌছাবে। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক ইসলামের দাবীদারকে সৎ বুদ্ধি এবং সত্য হিদায়াত দান করুন আমিন।

সুনানে আবুদাউদের কিতাবুস্ সুন্নাত এবং তার প্রথম অধ্যায় ইমাম আবুদাউদ রাদ্বীআল্লাহ আনহু(ইন্তেকাল ২৭৫ হিঃ,ইং ৮৮৮সাল)সুন্নাতের ব্যাখ্যা করেছেন তিনি এই অধ্যায়ে সর্ব প্রথম হাদীস উম্মাতে মুহাম্মদীর তিহাত্তর ফিরকায় বিভক্ত হওয়ার ব্যাপারে উত্থাপন করেছেন।

বোঝা গেল সুন্নাত বলতে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ত্বরিক্বাকে বোঝানো হয়েছে,অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মদীয়া(আলাইহিস সালাম)শুধু মাত্র একটি দল রাসুল আলাইহিস্ সালামের ত্বরিক্বাতে আছে যাহা "সাওয়াদে আযম" বলে পরিচিত ইহা ছাড়া অবশিষ্ঠ ৭২টি দল রাসুল আলাইহিস্ সালামের ত্বরিক্বার বাহিরে বিদয়াতী গুমরাহ বদমযহাব এবং জাহান্নামী হবে।

যে ভাবে বহু হাদীস শরীফের মধ্যে এসেছে। গওসে পাক শাইখ আব্দুল ক্বাদের জিলানী রাদ্বীআল্লাহ আনহু(ইন্তেকাল ৫৬১ হিঃ,১১৬৪ সাল)এই ব্যাপারে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। গুনিয়াতুত্বলেবীনের মধ্যে এভাবে বর্ণনা করেছেন।

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

৭৩টি ফিরকার আসল ১০টি ফিরকা আছে

১)আহলে সুন্নাত জামায়াতের ফিরক্বা	মাত্র	১টি।
২)খাওয়ারিযদের মোট ফিরক্বা		১৫টি।
৩)মুতাযিলাদের মোট ফিরক্বা		৬ টি।
৪)মুরজিয়াদের মোট ফিরক্বা		১২টি।
৫)শিয়াদের মোট ফিরক্বা		৩২টি।
৬)যাহামিয়াদের মোট ফিরক্বা	মাত্র	১টি।
৭)নাজ্জারিয়াদের মোট ফিরক্বা	মাত্র	১টি।
৮)জারারিয়াদের মোট ফিরক্বা	মাত্র	১টি।
৯)কিলাবিয়াদের মোট ফিরক্বা	মাত্র	১টি।
১০)মুশাব্বাহদের মোট ফিরক্বা		৩টি।

১০টি জামায়াতের মোট ফিরকা ৭৩টি।

হুযুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত ৭৩টি ফিরক্বার খবর দিয়েছেন,তার মধ্যে একমাত্র আহলে সুন্নাত জামায়াত ব্যাতীত বাকী ৭২ টি ফিরক্বা হবে জাহান্নামী

[গুনিয়াতুত্ ত্বলেবীন প্রথম খন্ড, প্রকাশনী করাচী,পৃষ্ঠা ৩০৯,পাকিস্থান]

বোঝা গেল যে, আলাদা ফিরক্বা তৈরী করা এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তৈরী করা জামায়াত থেকে আলাদা হয়ে নতুন ফিরক্বা তৈরী করা হলো নিজেকে জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করা, ইহাই চির সত্য।

অতএব হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তৈরী করা জামায়াত ওটাই যাহা বিভিন্ন বাতিল ফিরক্বা প্রকাশ পাওয়ার পর "আহলে সুন্নাতুল জামায়াত"এর নামে পরিচিত এই জন্য যে,এই জামায়াত গুমরাহ ও পথভ্রষ্ট জামায়াত থেকে দূরে থাকে। আহলে সুন্নাত জামায়াত থেকে বের হওয়ার অর্থ হলো কোরআন ও হাদীস শরীফের বিরোধিতা করা যেমন আল্লাহ পাক বলেছেন;-

আয়াত শরীফ

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ ۔ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا

অনুবাদ;-এবং যে ব্যক্তি রাসূলের বিরোধিতা করে এরপরে যে,সঠিক পথ তার সম্মুখে সুস্পষ্ট হয়েছে এবং মুসলমানদের পথ থেকে আলাদা পথে চলে,আমি তাকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দেবো এবং তাকে দোজখে প্রবেশ করাবো; এবং কতই মন্দ প্রত্যাবর্তন করার!(সুরা নিসা,পারা-৫,আয়াত-১১৫,কানযুল ইমান)।

☆English Translation☆

115. And whoso opposes the Messenger after the right way has become clear and follows a way other than the way of Muslims, We shall leave him on his own conditions and shall cause him to enter Hell; and what is an evil place of returning(Kanz-UL-Eeman).

এই হাদীসের সুত্র ;-

মাজমুয়ায়ে জাওয়াইদ খণ্ড-৬,পৃষ্ঠা-২২৯,ইবনে মাযা হাদীস নং-৩৯৯৩,মুসনাদে আহমাদ খণ্ড-৩,পৃষ্ঠা-১৪৫,মুসনাদে আবু ইয়ালা খণ্ড-৭,পৃষ্ঠা-৩৬,আল আহকামে সুগরা,পৃষ্ঠা-৯৬,তাখরিজুল কাশ্শাফ খণ্ড-১,পৃষ্ঠা-৪৪৯,আল ফাতহুর্ রাব্বানিখণ্ড-১,পৃষ্ঠা-২০৪,উমদাতুত্ তাফসীর,খণ্ড-১,পৃষ্ঠা-৪০০,শারাহ তাহতাবী পৃষ্ঠা-৩৮৩,সহিহুল জামে হাদীস নং-২৬৪১,সহি দালায়েলুন্ নাবুয়াত পৃষ্ঠা-৫৭৭,সহিহুত্ তারগীব,পৃষ্ঠা-৫১)।

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

আক্বীদা ও লাভ

❖আহলে সুন্নাতুল জামায়াত কিভাবে তৈরি হয়েছে বুঝতে পারলাম।

❖)৭৩টি ফিরক্বা তৈরির কথা কোন আলিমের মুখের কথা নয়। ইহা স্বয়ং আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র যবান দ্বারা ইরশাদ করেছেন।

❖৭৩টি দলের মধ্যে শুধুমাত্র ১টি দল জান্নাতে যাবে বাক্বী ৭২টি দল যাবে জাহান্নামে এবং সেই জান্নাতি দলের নাম হল আহলে সুন্নাতুল জামায়াত।

❖এটাও বোঝাগেল যে, নামায, রোযা,হাজ্জ,যাকাত কিছুই কাজে আসবে না, যদি আক্বীদা খারাপ হয় অর্থাৎ বদ আক্বীদা পোষণকারী হল জাহান্নামী।

❖ওহাবী,দেওবন্দী,রাফেযী, খারেজী,শিয়া,ইলিয়াসি তাবলিগী জামায়াত, জামায়াতে ইসলামি এরা হল বদমাযহাব(হিফযুল ঈমান,সিরাতে মুস্তাকিম, তাক্‌বিয়াতুল ঈমান,কিতাবুত্‌ তাওহীদ,হুসামুল হারামাইন,বাহারে শরীয়াত আক্বাইদ বিভাগ পাঠ করলে বদমাযহাব সম্পর্কে স্পষ্টভাবে জানতে পারবেন)।

❖হুযুর গাওসে সামদানী কুতুবে রাব্বানী শাইখ আব্দুল ক্বাদীর জিলানী ও গিলানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুও বদমাযহাব সম্পর্কে আমাদেরকে সতর্ক করেছেন।

❖মুজাদ্দিদে আলফে সানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুও বদমাযহাব সম্পর্কে আমাদেরকে সতর্ক করেছেন।

❖উপমহাদেশের বিখ্যাত মুহাদ্দীস শাইখ আব্দুল হাক্ব মুহাদ্দীস দেহেলবী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুও বদমাযহাব সম্পর্কে আমাদেরকে সতর্ক করেছেন।

❖হাদীস শরীফে সাওয়াদে আযম অর্থাৎ বড় জামায়াতকে জান্নাতী দল বলে ঘোষণা করা হয়েছে যার অপর নাম হল আহলে সুন্নাতুল জামায়াত।

❖আমাদের আক্বাইদের ইমামের নাম হল ইমাম মা—তুরিদী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু।

❖বর্তমানে অনেক ফিরক্বার সৃষ্টি হয়ে গেছে তাই সাধারণ মানুষকে সবসময় সজাগ থাকতে হবে যেন আক্বীদা ঠিক থাকে এবং আখিরাতে লাভবান হতে পারা যায়।

❖বদ মাযহাবের সাথে সুসম্পর্ক রাখা উচিৎ নয়।

মূলপ্রয়নঃ-

সর্বাধিক মতে হাদীস শরিফটি হল সহি। তাই আমাদের উচিৎ আক্বাইদ বিষয়ে জ্ঞান লাভকরা আর তা স্কুল,কলেজ এবং দুনিয়াবী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে লাভ করা আসম্ভব। একমাত্র আহলে সুন্নাতুল জামায়াতের সুন্নী নিজামিয়া মাদ্রাসাতেই এধরনের জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব। সাধারণ সুন্নী মুসলমান বদ মাযহবেরদের আমল অর্থাৎ নামায,রোযা,হাজ্জ,যাকাত দেখে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং মনে করে এরা আমাদের চেয়ে অনেক পরহেযগার কিন্তু তাদের আক্বীদার বিষয়ে অবগত নাতাকার জন্য ধোকায় পড়ে ইমানহারা হয়ে মারা যায় এবং জাহান্নামের উপযোগী হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়। আফ্‌সোস! আমরা আমাদের ছেলে মেয়েকে আলিম ও আলিমা করতে চায় না কেন না,আমরা জানি বর্তমানে সাধারণ আলিম যারা মাসজিদে থেকে ২৪ ঘন্টা নিজেকে ধর্মের কাজে নিযুক্ত রাখে তার সারা মাসের উপার্জন একটা সাধারণ মজদুরের উপার্জনের অর্ধেকের চেয়েও কম। এই ভয়ে যারা নিজেদেরকে শিয়াল পণ্ডিত মনে করে তারা নিজেদের ছেলে মেয়েকে ইসলামী শিক্ষা দিতে চায় না। অথচ ইমামদের এই ধরণের শোচণীয় পরিস্থির জন্য এই সমাজই দায়ী। কিন্তু চিন্তা করে দেখুন কোন আলিম কি অনাহারে ইন্তেকাল করেছ? কোন আলিম কি নিজের মা বাপকে তাদের বৃদ্ধ বা বৃদ্ধাবস্থায় ফেলে দিয়েছে? না আলিম সম্প্রদায় এটা কখনোও করে না। ঘরে আলিম থাকলে আপনার জানাযা সঠিকভাবে হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আপনি ক্বিয়ামতের মাঠে মাথা তুলে নূরের তাজ পরে আপনার আলিম পুত্রের অসিলাতে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন। তাই বুদ্ধিজীবি এবং সাধারণ মুসলমান নরনারীদের কাছে আমার করুন আবেদন এই যে, আপনারা নিজেদের ছেলে কিংবা মেয়েকে আলিম বা আলিমা তৈরি করে নিজের আক্বীদাকে ঠিক রাখার চেষ্টা করুন।

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমার সময় কান পর্যন্ত হাত উত্তোলন করার প্রমাণাদি

----মুফ্‌তী আমজাদ হোসাইন সিমনানী আশরাফী,দক্ষিণ দিনাজপুর।

হাদীস শরীফ-১

عن مالك بن الحويرث؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه.

অনুবাদঃ-হযরত মালিক ইবনে হুয়াইরিস রাযীয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। নিশ্চয় রাসুলুল্লাাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাক্‌বীর বলতেন,কান পর্যন্ত উভয় হাত উত্তোলন করতেন।

(মুসলিম শরীফ খণ্ড-১,পৃষ্ঠা-১৬৮)।

হাদীস শরীফ-২

عن قتادة، بهذا الإسناد؛ أنه رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم. وقال: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه

অনুবাদঃ-হযরত কাতাদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক উক্ত সনদে বর্ণিত যে, নিশ্চয় তিনি নবীয়ে কারিম আলাইহিস সালাত ওয়া তাসলীমকে কানের লতি পর্যন্ত হাত উত্তোলন করতে দেখেছেন।

(মুসলিম শরীফ খণ্ড-১,পৃষ্ঠা-১৬৮)।

হাদীস শরীফ-৩

عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه، وحاذى بإبهاميه أذنيه، ثم كبر.

অনুবাদঃ-হযরত আব্দুল জাব্বার বিন ওয়াইল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি নিজ পিতা হতে বর্ণনা করেন যে,তিনি দেখেন নবীয়ে কারীম আলাইহিস সালাম যখন নামাযের জন্য দাঁড়ান তখন নিজ উভয় হাত স্কন্ধ পর্যন্ত ও বৃদ্ধাঙ্গুলি কান পর্যন্ত উত্তোলন করে তাক্‌বির দেন।

(আবুদাউদ শরীফ খণ্ড-১,পৃষ্ঠা-১০৫ রাফা ইয়াদাইনের বর্ণনা)।

হাদীস শরীফ-৪

عن وائل بن حجر قال:قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه،

অনুবাদঃ-হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন,আমি বললাম, অবশ্যই আমি দেখবো যে, নবীয়ে কারীম আলাইহিস সালাত ওয়া তাসলীম ঠিকভাবে নামায পড়ছেন? তিনি বললেন,নবীয়ে কারীম আলাইহিস্ সালাম ক্বিবলা মুখী হয়ে দাঁড়ালেন এবং তাক্‌বীর দিয়ে কান পর্যন্ত উভয় হাত উত্তোলন করলেন তারপর ডান হাত দ্বারা বাম হাত ধরলেন।

(আবুদাউদ শরীফ খণ্ড-১,পৃষ্ঠা-১০৫)।

হাদীস শরীফ-৫

عن وائل بن حجر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه،

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

অনুবাদঃ-হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন,আমি নবীয়ে পাক আলাইহিস সালাত ওয়া তাসলীমকে নামায শুরু করার সময় উভয় হাতকে কান বরাবর উত্তোলন করতে দেখলাম।

(আবুদাউদ শরীফ খণ্ড-১,পৃষ্ঠা-১০৫)।

হাদীস শরীফ-৬

عن مالك بن الحويرث قال:رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر،وإذا ركع،وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يبلغ بهما فروع أذنيه

অনুবাদঃ-হযরত মালিক ইবনে হুয়াইরিস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন আমি নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাক্‌বীর তাহ্‌রীমা,রুকু করা ও রুকু থেকে মাথা তোলার সময় কানের লতি পর্যন্ত হাত উত্তোলন করতে দেখেছি।

(আবুদাউদ শরীফ খণ্ড-১,পৃষ্ঠা-১০৯)।

হাদীস শরীফ-৭

عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، قال:رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع إبهاميه في الصلاة إلى شحمة أذنيه

অনুবাদঃ-হযরত আব্দুল জাব্বার রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু নিজ পিতা হতে বর্ণনা করেন,তিনি বলেন আমি নবীয়ে কারীম আলাইহিস সালামকে নামাযে নিজের দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি কানের লতি পর্যন্ত উত্তোলন করতে দেখলাম।

(আবুদাউদ শরীফ খণ্ড-১,পৃষ্ঠা-১০৮)।

হাদীস শরীফ-৮

عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه، ثم لا يعود.

অনুবাদঃ-হযরত বারায়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। নিশ্চয় নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন উভয় হাত মুবারককে কান পর্যন্ত উত্তোলন করতেন তার পরে আর হাত তুলতেন না।

(আবুদাউদ শরীফ খণ্ড-১,পৃষ্ঠা-১০৯)।

উপসংহারঃ-

উপরোক্ত সিহাহে সিত্তার হাদীস সমূহ থেকে তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমার সময় কান পর্যন্ত হাত উত্তোলন করা দিবালোকের মতো প্রতীয়মান হয়। সুতরাং কান পর্যন্ত হাত তুলে নামায পড়ার বিপক্ষে কথা বা অজ্ঞতা ও মূর্খামি প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সিহাহে সিত্তা ব্যতীত আরোও বহু বিশুদ্ধ ও প্রামান্য হাদিস গ্রন্থ যতা তাহাবি শরিফ,মুয়াত্তা শরীফ,সুনানে কুবরা,মুসনাদে আহ্‌মাদ শরীফ, সুনানে দারে কুত্‌নি,মারেফাতুস্ সুনান,মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক শরীফ,মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা,কানযুল উম্মাল ও তাবরাণী ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থ সমূহে অসংখ্য হাদীস শরীফ দ্বারা কান পর্যন্ত হাত উত্তোলন করা প্রমাণিত।

বিশেষ ঘোষণাঃ-এই সংখ্যায় বিশেষ কিছু কারণ থাকার জন্য বেশীর ভাগ প্রবন্ধ দেওয়া সম্ভব হল না,তার জন্য দুঃখিত ও ক্ষমা প্রার্থী।--ইতি-সম্পাদক----।

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

ফাতাওয়া বিভাগ

আপনাদের প্রশ্ন এবং আমাদের উত্তর

উত্তর দাতা;-মুফ্তী আশরাফ রেজা নঈমী,মুফ্তী নূরুল আরেফিন রেজবী, মুফ্তী সাবির মিসবাহী এবং মুফ্তী আমজাদ হোসাইন সিমনানী আশরাফী

প্রশ্নঃ-১

ওলামায়ে কিরামদের নিকটে আমার প্রশ্ন,জয় শ্রীরাম স্লোগান দেওয়া মুসলমানদের জন্য কিরূপ?

উত্তরঃ-শ্রীরাম হল হিন্দুদের এক বাতিল দেবতা,আর তার প্রশংসায় জয় শব্দ ব্যবহার করা হল চরম কুফ্রী। অত এব কোন ক্ষেত্রেই এই স্লোগান দেওয়া মুসলমানদের জন্য বৈধ নয়। واللہ ورسولہ اعلم

(সূত্র-ফাতাওয়ায়ে মুস্তাফাবীয়া)।

প্রশ্নঃ-২

মুসলমানদের জন্য জয় হিন্দ স্লোগান ব্যবহার করা কি রূপ?

উত্তরঃ-জয় হিন্দ শব্দের অর্থ ফাতাহ্ বা জয়লাভ। আর হিন্দ হল একটা দেশের নাম,এটি কোন বাতিদের দেবতা নয়। এক্ষেত্রে জয় হিন্দ শব্দের অর্থ হল হিন্দ দেশের জয়। অতএব এটি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। واللہ ورسولہ اعلم

(সূত্র-মাহনামা আশরাফিয়া)।

প্রশ্নঃ-৩

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

কি বলতে চাইছেন ওলামায়ে কিরাম এই মাসয়ালার ব্যাপারে,মহিলারা সোনা চাঁদি ব্যতীত ইমিটেশন কিংবা ঐরুপ কোন অলংকার পরতে পাবে কি না?

উত্তরঃ-ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ,সোনা চাঁদি ব্যতীত অন্যকোন প্রকার ধাতু দ্বারা নির্মিত গহনা পরিধান করা মহিলাদের জন্য বৈধ নয়। শুধুমাত্র সোনা ও চাঁদির গহনা পরিধান করা বৈধ। সোনা চাঁদি ব্যতীত অন্যকোন প্রকার ধাতু দ্বারা নির্মিত গহনা ইমিটেশন পরিধান করা মহিলাদের জন্য মাকরূহে তাহ্রীমি। واللہ ورسولہ اعلم

হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত গ্রন্থ রাদ্দুল মুহতারে বর্ণিত হয়েছে।

واتختم بالحدید والصفر والنحاس والرصاص مکروہ للرجال والنساء

(দুররে মুখতার খণ্ড-২,পৃষ্ঠা-২০২)।

প্রশ্নঃ-৪

মুসলিম মহিলাদের জন্য শাড়ি পরিধান করা কিরূপ? শাড়ি পরে নামায আদায় করা বৈধ হবে কি?

উত্তরঃ-যদি শাড়ির দ্বারা শরীরের সকল অংশে ঢাকা তাকে,তাহলে তা পরিধান করা জায়েয এবং নামায আদায় করার ক্ষেত্রেও কোনরূপ অসুবিধা নেই। যে রূপভাবে ফাতাওয়ার কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। শাড়ি যদি ঐভাবে পরিধান করা হয় যার দ্বারা কোন অঙ্গ প্রকাশিত না হয় তাহলে সেটা পরিধান করা হল বৈধ এবং নিচের অংশ খোলা থাকার ক্ষেত্রেও কোন অসুবিধা নেই। শরীয়তে শাড়ি পরিধান করে নামায আদায় করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

واللہ ورسولہ اعلم

(ফাতাওয়ায়ে ফাইযুর রাসুল খণ্ড-২,পৃষ্ঠা-৬০১)।

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

কুরবানী সম্পর্কে আলোকপাত

------মুফ্তী নূরুল আরেফিন রেজবী আজহারী,পূর্ব বর্ধমান।

কুরবানীর বর্ণনা

নির্দিষ্ট পশু নির্দিষ্ট দিনে আল্লাহর ওয়াস্তে সাওয়াবের নিয়তে জাবেহ করাটা হচ্ছে কুরবানী।এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। সামর্থ্য থাকা সত্বেও যে ব্যক্তি এই ইবাদত পালন করে না তার ব্যাপারে হাদীস শরীফে এসেছে, যার সামর্থ রয়েছে অথচ কুরবানী করলনা সে আমার ঈদগাহে নিকট আসবে না।

(সুনানে ইবনে মাযা ৩/৫২৯পৃ:,মুস্তাদরাক হাকেম.হাদীস ৩৫১৯)।

কুরবানীর সূত্রপাত

হযরাত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম স্বপ্নে দেখলেন যে,তিনি তাঁর পুত্রকে যবাহ করছেন-আম্বিয়া আলাইহিস্ সালামদের স্বপ্ন সঠিক হয়,ওহী ইলাহী হয়ে থাকে। তিনি জাগ্রত হয়ে স্বীয় পুত্রের নিকট স্বপ্নের কথা প্রকাশ করলেন। যেরূপ ভাবে কোরআন শরীফে বর্ণিত হয়েছে -(তরজমা)ঃ-হে আমার পুত্র,আমি স্বপ্নে দেখেছি আমি তোমাকে যবাহ করছি,এখন তুমি দেখো তোমার মত কী আছে ।

(দুররে মুখতার ৯/৫২৪)।

হযরত ইসমাইল আলাইহিস্ সালাম উত্তর দিলেন যে,যা কিছু আল্লাহ তায়ালা আপনাকে হুকুম দিয়েছেন তা পূরো করুন। সূতরাং এই কথপো কথনের পর উভয়েই বাইরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন,এজন্য যে ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম হুকুমে ইলাহীর মান্য করবেন। বাইরে গিযে স্বীয় পুত্রকে যবাহ করলেন অত:পর আসমান হতে আওয়াজ আসল,হে ইব্রাহীম তুমি তোমার স্বপ্ন সত্যি করে দেখিযেছো ।

উক্ত পরীক্ষার পর আল্লাহ তায়ালা হযরত ইসমাইল আলাইহিস্ সালামের স্থলে একটি দুম্বা প্রদান করলেন,আর হযরাত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম স্বীয় পুত্রের স্থলে সেটি যবাহ করলেন। এইভাবে এর পরবর্তীতে হযরাত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামের সন্তানদের মধ্যে কুরবানী করার প্রথা শুরু হয় এবং আজ পর্যন্ত তা চলে আসছে।

কুরবানীর ফযীলত

হাদীস:-সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহ আনহম আরয করলেন,ইয়া রাসুলাল্লাহি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা এই সব কুরবানী কি? ফরমালেন তোমাদের পিতা হযরাত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামের সুন্নাত। পূণরায় আরয করলেন,ইয়া রাসুলাল্লাহ আমাদের জন্য এর সাওয়াব কি আছে? ফরমালেন প্রতিটি চুলের পরিবর্তে নেকী রয়েছে। আরয করলেন এর জন্য হুকুম কি রয়েছে? ফরমালেন তার প্রতিটি চুলের পরিবর্তে নেকী।

হাদীস:- উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত,হুযুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমালেন তোমাদের পিতা হযরাত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামের সুন্নাত। পূণরায় আরয করলেন,ইয়া রাসুলাল্লাহ আমাদের জন্য এর সাওয়াব কি আছে? ফরমালেন প্রতিটি চুলের পরিবর্তে নেকী রয়েছে। আরয করলেন এর জন্য হুকুম কি রয়েছে? ফরমালেন তার প্রতিটি চুলের পরিবর্তে নেকী।

হাদীস:-উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত,হুযুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

ইয়ামে নহর অর্থাৎ দশ জিলহজ্বের দিন আদাম সন্তানদের কোন আমল রক্ত প্রবাহ (কুরবানী করা) ব্যতীত অধিক উত্তম নয়। উক্ত পশু ক্বীয়ামত দিবসে স্বীয় শিং,লোম এবং খুর সহ হাজির হবে। আর কুরবানীর রক্ত যমীনে পতিত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহর নিকট কবুলের মর্যাদার পৌঁছে যায়। সুতরাং এটা (কুরবানী) খুশির সহিত করো।

হাদীস:- হযরাত হাসান বিন আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুমা হতে বর্ণিত হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,যে ব্যক্তি অন্তরে খুশির সহিত নেকীর অন্বেষনে কুরবানী করে তা জাহান্নামের আগুন হতে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

হাদীস:- তাবরানী হযরাত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ হতে বর্ণিত, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-যে অর্থ ঈদের দিনে ব্যয় করা হয় তা হতে বেশি কোন অর্থ উত্তম নয়।

হাদীস:- হযরাত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহ আনহু হতে বর্ণিত,হুযুরে আক্বদাস সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন যার সমর্থ রয়েছে অথচ কুরবানী করলনা সে আমার ঈদগাহে নিকট আসবে না।

হাদীস:- উম্মুল মুমিনিন উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহ আনহুমা হতে বর্ণিত যে,হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমিয়েছেন-যে জিলহজ্জার চাঁদ দেখল এবং তার কুরবানী করার নিয়াত আছে তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত কুরবানী না করবে চুল ও নখ যেন না কাটে।

কার উপর কুরবানী ওয়াজিব

প্রতিটি স্বাধীন মুসলমান,মুকীম,নেসাবের অধিকারীর উপর এটা ওয়াজিব। মুসাফির ও ফক্বীরের উপর ওয়াজিব নয়,তবে যদি কুরবানী করে তবে তা বৈধ।

■❖■

কি পরিমাণ সম্পত্তি বা অর্থ থাকলে কুরবানী ওয়াজিব হবে

মুল ব্যবহারিক প্রয়োজনীয় সামগ্রী ছাড়া দুশত দিরহাম অর্থাৎ সাড়ে বাহান্ন (৫২.৫) তোলা চান্দি বা বিশ দিনার অর্থাৎ সাড়ে সাত (৭.৫) তোলা স্বর্ণের মালিক হলে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব। আর এই সম্পত্তির অধিকারীকে মালিকে নেসাব বলা হয়।

(দুররে মুখতার,রাদ্দুল মুহতার ২ য় খন্ড ৩৮- ৪০ পৃ:)।

মালিকে নেসাবের হওয়ার জন্য বর্তমান হিসাব বর্তমান সময়ে এক তোলার ওজন হল ১২ গ্রাম ৪৪১ মিলি গ্রাম (প্রায়)। এই হিসাব অনুযায়ী সাড়ে বাহান্ন তোলা চান্দির ওজন হবে ৬৫৩ গ্রাম ১৮৪ মিলি গ্রাম

(ফাতওয়া মারকাযে তারবিয়াতুল ইফতা১/৪০৯ পৃ:, মাহানামা আশরাফিয়া মে সংখ্যা ২০০৪)।

বর্তমানে যে ব্যক্তি'র নিকট মুল ব্যবহারিক সামগ্রী ব্যতীত সাড়ে বাহান্ন তোলা চান্দি (৬৫৩ গ্রাম ১৮৪ মিলি গ্রাম) মুল্য পরিমান অর্থ আছে সেই মালিকে নেসাব বলে গণ্য হবে।

(রাদ্দুল মুহতার ২/৩০০ পৃ:)।

মালিকে নেসাবের দেনা থাকলে কুরবানী ওয়াজিব হবে কী না?

মালিকে নেসাবের যদি দেনা থাকে এবং ওই দেনা পরিশোধ করলে যদি মালিকে নেসাব হওয়ার ঘাটতি দেখা দেয়,তাহলে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে না।(ফতওয়াযে আলামগিরী ৫/২৯৬ বাহারে শরীয়াত ১৫ খন্ড)।

কুরবানীর সময়ঃ

মোট তিনদিন কুরবানী করা যায়। ১০ জিলহজ্ব তারিখের সুবহ সাদিকের সময় শুরু করে ১২ জিলহজ্ব তারিখের সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

তবে জিলহজ্বের দশ তারিখেই কুরবানী করা উত্তম।

(মুয়াত্তা মালিক ১৮৮,বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯৮পৃ:,ফাতাওয়া হিন্দি যা ৫/২৯৫পৃ:)

মাসয়ালা:-শহরের জন্য ঈদের নামাযের পর কুরবানী করতে হবে।

মাসয়ালা: :-কুরবানীর দিনে কুরবানী করাই হল জরুরী, কোন অন্য বস্তু এর পরিপূরক হতে পারবে না। যেমন কুরবানীর পরিবর্তে কোন ছাগল বা তার মূল্য সদকা করলে তা যথেষ্ট হবে না। কিন্তু এর বদল হয় অর্থাৎ নিজেকেই কুরবানী করতে হবে এমন কথা নয় বরং অন্য কাওকে হুকুম দিলে যদি সে কুরবানী করে তাহলে তা হয়ে যাবে।

কুরবানীর মুস্তাহাব

১.কুরবানীর দিনে ঈদের নামাযের পূর্বে কিছু না খাওয়া, ২.গোসল করা; ৩ ঈদের নামাযের জন্য পায়ে হেঁটে যাওয়া; ৪.উচ্চস্বরে তাকবীর পাঠ করা;৫. অন্য রাস্তাদিয়ে ফিরে আসা; ৬. খুশির প্রকাশ করা; ৭.পারস্পরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা; ৮.যার কুরবানী দেওয়া প্রয়োজন তার জন্য জিলহিজ্বার চাঁদ রাত্রী হতে কুরবানী করা পর্যন্ত চুল না কাটা মুস্তাহাব।

কুরবানীর পশু:

কুরবানীর পশু হল তিন প্রকার যথা:-১.উট ২.গরু ৩.ছাগল এবং এই সকল পশুর বিভিন্ন প্রকার ।

কুরবানীর পশুর বয়স

উট পাঁচ বছর ,গরু ও মহিষ দুবছর ,ভেড়া ও ছাগলের বয়স এক বছরের অধিক হতে হবে । এর থেকে কম বয়সের নাজায়েজ,তবে এর অধিক বয়স হলে উত্তম। দুম্বা বা ভেড়ার ছয় মাস বয়সের বাচ্চা যদি এত টুকু বড় হয় যে দুর থেকে দেখলে এক বছর বয়সের মনে হয়,তাহলে সেটার কুরবানী জায়েয।

(দুররে মুখতার ৯/৫২০)।

মাসয়ালা: -কুরবানীর পশু মোটা তাজা এবং ভাল হওয়া চায়। দোষক্রটি মুক্ত হওয়া চায়। যৎসামান্য দোষ ক্রটি থাকলে কুরবানী হয়ে যাবে তবে মাকরুহ হবে।

(দুররে মুখতার ও রাদ্দুল মুহতার ৯ম খন্ড ৫৩৫ পৃ:)।

একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা:-

উট,গরু ও মোষের জন্য সর্বাধিক ৭ জন শরীক হতে পাবে। কিন্তু শরীকদের মধ্যে কারও অংশ যেন ৭ভাগের কম না হয়;যদি কারও অংশ সাত ভাগের কম হয়ে যায় ,তাহলে কারও কুরবানী বৈধ হবেনা। হ্যাঁ,যদি সাত ভাগের চেয়ে বেশী হয় তাহলে বৈধ হবে এবং এটা এক্ষেত্রে সম্ভব যখন একটি গরু কিংবা উটের কুরবানীতে চার-পাঁচ কিংবা ছয় জন শরীক হয়।

. (দুররে মুখতার ৯ম খন্ড ২৯৭ পৃ:)।

মাসয়ালা:-ছাগল,দুম্বা ও ভেড়ার শুধু একজনার জন্যই দেওয়া হবে।

পশুর মধ্যে যেসমস্ত ক্রটি থাকলে কুরবানী বৈধ হবে না।

১.অন্ধ,কানা,চোখের এক তৃতীয়াংশ অন্ধ কিংবা এর অধিক, ২.কোন কানের এক তৃতীয়াংশের অধিক কাটা থাকা কিংবা জন্মগতই এরূপ হলে, ৩.লেজ এক তৃতীয়াংশ ভাগ কাটা থাকলে, ৪.এরূপ খোড়া হওয়া যে তিন পায়ের সাহারা নিয়ে চলতে পারে চতুর্থ পা দ্বারা কোনভাবেই সাহারা নিতে পারেনা, ৫. দাঁত সম্পূর্ণ না থাকলে কিংবা দাতের অধিকাংশ ভেঙ্গে গেলে, ৬.শিং সম্পূর্ণ গোড়া থেকে ভেঙ্গে গেলে, ৭. এমন অসুখ যার দ্বারা সম্পূর্ণ অপারগ,যার দুধের থান সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেছে অর্থাৎ দুধ দেওয়ার কাবিল না থাকলে, ৮.এমন অসুখ যে ঘাস খেতে পারে না।

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

৯. হিজরা জাতীয়, আবজর্না ভোজীইত্যাদি দোষযুক্ত পশুর কুরবানী জায়েয নাই।

মাসয়ালা:-জন্মগত শিংবিহীন হলে জায়েয আছে। অবশ্য যদি শিং ছিল কিন্তু ভেঙ্গে গেছে,তাহলে মজ্জা সহ ভেঙ্গে গেলে না জায়েয,আর এর থেকে কম ভাঙ্গলে জায়েয।

কুরবানীর গোস্ত বন্টন:-

কুরবানীর গোস্ত তিন ভাগ করা হবে্।একভাগ ফকীর, গরীবের জন্য;দ্বীতিয়ভাগ আত্নীয় স্বজন,বন্ধু-বান্ধব এবং একভাগ নিজের পরিবার পরিজনদের জন্য। পরিবার যদি বড় হয়,তাহলে সমস্ত অংশই নিজেদের জন্য রাখা যেমন বৈধ অনুরুপ সমস্ত অংশ সাদকা করাও বৈধ।

মাসয়ালা:-কুরবানীর গোস্ত কাফেরদের দেয়া জায়েয নাই।

কুরবানীর চামড়ার হুকুম

❖ কুরবানীর পশুর চামড়া খুবই সতর্কতার সহিত ছাড়াতে হবে।

❖ যবাহের পর পশু নিস্তেজ হওয়ার আগে চামড়া খসানো বা অন্য অঙ্গ কাটা মাকরূহ।

(বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৩)।

❖চামড়া পরিশ্রমিক হিসাবে কসাইকে,মাসজিদের ইমামকে,মোয়াজ্জিন ও খাদিমদের দেওয়া বৈধ নয়।

মাসয়ালা:-কুরবানীর চামড়া,কুরবানী কৃত পশুর দড়ি, গলায় পরিধেয় হার,গায়ে দেওয়ার বস্ত্র প্রভৃতি সাদকা করে দিতে হবে। তবে যদি চামড়া নিজের ব্যবহারের জন্য রাখে তাহলেও তা বৈধ হবে।

(দুররে মুখতার ৯/৫৪৪পৃ:)।

হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার তরফ হতে কুরবানী

হাদিস দ্বারা সাবস্ত্য যে, হুযুরে আকবাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা স্বীয় উম্মতের পক্ষ থেকে কুরবানী করেছিলেন। অতএব সামর্থ্যবান ব্যক্তিব, হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার পক্ষ থেকে কুরবানী করা উত্তম বরং সৌভাগ্যের বিষয়। হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরাত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাঁর পক্ষ থেকে কুরবানী করার ওসীয়াত করেছিলেন। তাই হযরাত আলী প্রতি বছর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পক্ষ থেকেও কুরবানী দিতেন।

(সুনানে আবু দাউদ ২/২৯;জামে তিরমীযি ১/২৭৫;মিশকাত৩/৩০৯;বাহারে শরীযাত ১৫ খন্ড)।

মৃত ব্যক্তিদের নামে কুরবানীর হুকুম

মৃতের পক্ষ থেকে কুরবানী করা বৈধ। মৃত ব্যক্তি যদি ওসিয়াত না করে থাকে তবে সেটি নফল কুরবানী হিসেবে গণ্য হবে। কুরবানীর স্বাভাবিক গোশতের মতো নিজেরাও খেতে পারবে এবং আত্মীয়-স্বজনকেও দিতে পারবে। আর যদি মৃত ব্যক্তি ওসিয়াত করে যায় তবে এর গোশত নিজেরা খেতে পারবে না। গরীব-মিসকীনদের মাঝে সাদকা করে দিতে হবে।

(মুসনাদে আহ্মাদ ১/১০৭,রাদ্দুল মুহতার ৯/৫৪৩ পৃ:,কাযীখান ৩/৩৫২)।

হালাল পশুর কোন কোন অংশ খাওয়া হারাম

হালাল পশুর ৭টি অংশ হারাম। যথা-

১-প্রবাহিত রক্ত। ২-নর প্রাণীর পুংলিঙ্গ ৩-অন্ডকোষ ৪-মাদী প্রাণীর স্ত্রী লিঙ্গ ৫- মাংসগ্রন্থি ৬- মুত্রথলি। ৭- পিত্ত।

(মুসান্নাফ ইবনে আব্দির রজ্জাক ৪/৫৩৫পৃ:, সুনানে বায়হাকী শরীফ ১০/৭)।

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

কুরবানীর গোশ্ত দ্বারা ফাতেহা করা বৈধ কী না?
উত্তরঃ-কুরবানীর গোস্ত দ্বারা ফাতেহা করা বৈধ রয়েছে। ফাতেহা বা ইসালে সাওয়াব প্রতিটি হালাল বস্তু দ্বারা করা বৈধ। মুস্তাহাব হল কুরবানীর গোস্তের এক তৃতীয়াংশ গরীবদের,এক তৃতীয়াংশ আত্মীয়-স্বজন এবং বাকী অংশ নিজের পরিবারের জন্য রাখা। তদসত্ত্বেও যদি সমস্ত অংশে ইসালে সাওয়াব বা অন্য কোন ফাতেহার জন্য ব্যবহার করা হয় তাহলে তা জায়েজ রয়েছে।

(ওকারুল ফাতওয়া ২/৪৭৭পৃ:)।

কুরবানী করার নিয়ম

কুরবানীর পশু যাবেহ করার আগে শেষ পানি পান করাতে হবে। আগে থেকেই ছুরি ধারালো করে নিতে হবে । তবে পশুর সামনে নয়। পশুকে বাম পাশ করে শোয়াতে হবে যেন ক্বীবলার দিকে মুখ হয় এবং যাবেহ কারী স্বীয় ডান পা পশুর রানের উপর রেখে ধারালো ছুরি দিয়ে তাড়াতাড়ি যাবেহ করে দেবে। যাবেহ করার পূর্বে এ দুআটি পড়তে হবে:

ক্বোরবানির দুয়া

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ لَكَ وَمِنْكَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ أَكْبَرُ

উচ্চারণঃ-ইন্নি ওয়াজ্ জাহতু ওয়াজ্হিয়া লিল্লাযী ফাত্বারাস্ সামা ওয়া তি ওয়াল আরদ্বা হানিফাউঁ ওয়ামা আনা মিনাল মুশ্রিকীন ইন্না সালা তী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্ ইয়া ইয়া ওয়া মামা তী লিল্লাহি রাব্বিল আ লামীন লা শারীকা লাহূ ওয়া বিযা লিকা উমির্তু ওয়া আনা মিনাল মুসলিমীন আল্লাহুম্মা লাকা ওয়া মিনকা বিস্মিল্লাহি আল্লাহু আক্বার।

কুরবানী নিজের পক্ষ থেকে হলে জবাহ করার পর এই দুয়াটি পাঠ করতে হবে:-

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّيْ كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ خَلِيْلِكَ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَحَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

'আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল মিন্নী কামা তাকাব্বালতা মিন খালীলিকা ইব্রাহীমা আলাই হিস্ সালাম ওয়া হাবিবিকা সাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।'

আর যদি কুরবানী অপরের পক্ষ থেকে হয় তা হলে 'মিন্নী' শব্দের স্থানে 'মিন' বলতে হবে।

(ফাতওয়ায়ে ফায়জ্জ রাসুল ২য় খন্ড ৪৪৮ পৃ:)।

মাসয়ালা:-বিবাহিত মহিলার নামে কুরবানী করলে শুধু মাত্র মহিলার নাম নেওয়াই যথেষ্ট;আর যদি তার পিতা বা স্বামীর নাম নেওয়া হয়,তাহলেও তা বৈধ হবে।

তাকবীরে তাশরীক

৯ই জিলহজ্ব তারিখের ফযর হতে ১৩ ই জিলহজ্বা পর্যন্ত প্রতি ফরয নামাযের জামাতের পর এই দুয়াটি পাঠ করতে হবে:-

اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

উচ্চারণ :- আল্লাহু আকবার,আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হাম্দ।

তাকবীরে তাশরীক সম্পর্কে যেগুলি জেনে রাখা খুবই জরুরী

- তাকবীরে তাশরীক একবার পাঠ করা ওয়াজিব।
- তিনবার পাঠ করা উত্তম।
- সালাম ফেরানোর পর সাথে সাথে পড়তে হবে।
- উচ্চস্বরে পাঠ করতে হবে।
- একাকী নামায আদায়কারীর জন্য পাঠ করা জরুরী নয় তবে পড়লে উত্তম।

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

❖ মুসাফীর,গ্রামে বসবাসকারী এবং মহিলাদেব জন্য তাকবীরে তাশরীক পাঠ ওয়াজিব নয়।

মাসয়ালা:-তাকবীর তাশরীক সালাম ফিরানোর সঙ্গে সঙ্গে বলা ওয়াজিব, যদি মাসজিদের বাইরে চলে আসে বা ইচ্ছাকৃত ভাবে ওযু ভঙ্গ করে ফেলে বা কারো সাথে কথা বলে এবং যদিও তা ভুল বশত: হয়,তাহলে তাকবীর বাদ পড়ে গেল। আর যদি বিনা ইচ্ছায় ওযু ভেঙ্গে যায়,তাহলে তাকবীর বলে নিবে।

ঈদের নামায আদায়ের পদ্ধতি

ঈদের নামায দুই রাকায়াত। ঈদুল আযহার নিয়াত করে কান পর্যন্ত হাত উঠাবে এবং আল্লাহু আকবার বলে হাত বেঁধে সানা পড়বে....

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى
جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ

উচ্চারণঃ-সুব্হা নাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহাম্দিকা ওয়াতাবা রাকাস্মুকা ওয়া তায়ালা জাদ্দুকা ওয়ালা ইয়ালাহা গাইরুকা।

এরপর পূনরায় কান পর্যন্ত হাত উঠাবে এবং আল্লাহু আকবর বলে হাত ছেড়ে দিবে, পূনরায় হাত উঠাবে এবং আল্লাহু আকবর বলে হাত ছেড়ে দিবে। আবার হাত উঠাবে এবং আল্লাহু আকবর বলে হাত বেঁধে নিবে। এটা এ ভাবে স্মরণ রাখতে হবে, যখন তাকবীরের পর কিছু পড়তে হয়,তখন হাত বাঁধবে এবং যখন কিছু পড়তে হয় না,তখন হাত ছেড়ে দিবে। চতুর্থ তাকবীরের পর যখন হাত বেঁধে নেবে , তখন ইমাম আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ নিচু স্বরে পড়ার পর আলহামদু ও অন্য একটি সুরা পড়বে। অত:পর রুকু সিজদা করে প্রথম রাকায়াত শেষ করবে। যখন দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াবে,তখন প্রথমে আলহামদু ও অন্য একটি সুরা পড়বে। এরপর তিনবার কান পর্যন্ত হাত উঠায়ে আল্লাহু আকবার বলবে কিন্তু হাত বাঁধবে না

এবং চতুর্থবার হাত না উঠায়ে আল্লাহু আকবার বলে রুকুতে চলে যাবে। রুকু হতে উঠে অন্য নামাযের ন্যায় সাজদা ও কায়দা করে সালাম ফিরিয়ে নামায সমাপ্ত করবে। এরপর ইমাম ও মুক্তাদি উভয়েই তাকবীরে তাশরীক উচ্চস্বরে পাঠ করবে। ইমাম সাহেব খোৎবা পাঠ করবেন এবং লোকেরা নি:শব্দে তা শ্রবণ করবে। দুই খোৎবার পর শেষে ইমাম সাহেব আল্লাহর দরবারে দুই হাত তুলে দোওয়া চাইবেন।

ঈদুল আযহার নামাযের নিয়াত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ عِيْدِ الْاَضْحٰى
مَعَ سِتَّةِ تَكْبِيْرَاتٍ زَائِدَاتٍ وَاجِبٍ لِلّٰهِ تَعَالٰى
مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ:-নাওয়াইতুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকায়াতাই সালাতি ঈদিল্ আযহা মাআ সিত্তাতি তাকবীরাতি ওয়াজিবিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ্ শারী ফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলা নিয়াত

আমি নিয়াত করছি, দুই রাকায়াত ঈদুল আযহার ওয়াজিব নামাযেব,ছয় তাকবীরের সহিত আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে ,কাবা শরীফের দিকে মুখ করে আল্লাহু আকবার।

মাসয়ালা:-ঈদের নামাযের জন্য মুস্তাহাব হল প্রথম রাকায়াতে সুরা জুমআ এবং দ্বিতীয় রাকায়াতে সুরা মুনাফিকুন পাঠ করা কিংবা প্রথম রাকায়াতে সুরা আলা এবং দ্বিতীয় রাকায়াতে সুরা গাসিয়া পাঠ করতে হবে।

মাসয়ালা:-দুই তাকবীরের মধ্যবর্তী তিন তাসবীহ পরিমান অপেক্ষা করতে হবে।

❖ ❖ ❖

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

আযান মাসজিদের ভিতরে নয় বাহিরে হবে

মুফ্তী আশরাফ রেজা নাঈমী,রাজমহল

প্রথম সংখ্যার পর—-

মাসজিদের বাহিরে আযান সংক্রান্ত বহু হাদীস শরীফ রয়েছে। তার মধ্য হতে কয়েকখানা হাদীস শরীফ তুলে ধরছি,যাতে আরো অধিক স্পষ্ট হয়ে যাবে যে,আযান মাসজিদের বাইরেই সুন্নাত। যেমন ইতি পূর্বে ফুক্কাহায়ে কিরামগণের আক্বওয়াল (মতামত) হতে প্রমান করা হয়েছে।

প্রত্যেক হাদীস শরীফ ব্যখা এবং তাহক্বীক সহ উত্থাপন করার চেষ্টা করছি।

সহীহ হাদীস সুনানে আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

حدثنا النفيلي، ثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن السائب بن يزيد قال: كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما

অর্থ;-হযরত নফাইলি বর্ণনা করেন যে,মুহাম্মাদ ইবনে সালমান তিনি মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক্ব হতে তিনি জুহ্রি হতে,তিনি সায়েব ইবনে ইয়াজিদ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন,হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জুমারদিনে মিম্বার এর উপরে তাশরিফ রাখতেন হুযুরের সম্মুখে মসজিদের দরওয়াজার উপরে আযান দেওয়া হত আর এরুপ ভাবেই হযরত আবু বাকার সিদ্দিক ও হযরত ওমারে ফারুক্ব রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমার সময়েও হত

(সুনানে আবু দাউদ বাবুল আযান প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা;—১৫৫)।

উপরোল্লিখিত হাদীস শরীফে মাসজিদের বাহিরেই খোতবার আযান প্রমানিত হয়। কারণ মাসজিদের দরজাকে খারিজে মাসজিদে বলা হয়েছে। যেহেতু স্পষ্ট হয়ে যায় যে,খোতবার আযানও মাসজিদের বাহিরেই সুন্নাত। যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ফুক্কাহায়ে কিরামের রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুম হতে তা প্রমাণিত। অর্থাৎ ধারাবাহিক হিসাবে আজও পর্যন্ত চলে আসছে। এবারে আসুন উক্ত হাদীসের প্রতি এক তাহক্বীকি বিশ্লেষণ শুনুন। যে কোন হাদীস সহীহ-জয়ীফ বা হাসান ইত্যাদি নির্বাচিত হয়,তার রেওয়ায়েত বা দিরায়াত কে কেন্দ্র করে।

তবে উক্ত হাদীসের রিওয়ায়েতে অর্থাৎ মাতানে। তবে কিছু ওলামায়ে কিরাম এ মতভেদে বিফল প্রয়াস চালিয়েছেন।

তার প্রমাণ নিচে দেওয়া হলোঃ- প্রমান-১

بين يديه رسول الله صلي الله عليه وسلم

অর্থাৎঃ-রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আযান দেওয়া হত। সামনে বলতে কত দূরত্ব পর্যন্ত আযানের এক দুই হাত পর্যন্ত সামনে,তাদের ধারণা মুতাবিক মিম্বার সংলগ্ন পর্যন্ত বাইনা ইয়াদা অর্থাৎ সামনে।

কিন্তু বাস্তবে সঠিক অর্থ বা তথ্য পবিত্র কুরআন হাদিস এবং তাফসীর গ্রন্থে বাইনা ইয়াদা এর অর্থ আমামুন বা কুদ্দামুন করানো হয়েছে,যার অর্থ দাঁড়ায় সামনে। এবং সামনে শব্দটি নিকট ও দূরবর্তী উভয়ের জন্য সমান যত দূর পর্যন্ত নযর যায়। হযরত আল্লামা সুলাইমান আলাইহির রাহমা জুমাল নামক তাফসীর গ্রন্থে বাইনা ইয়াদাইহি এর তাফসীর বা সভা লিপিবদ্ধ করেছেন।

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

প্রমান-২

من العلوم انما بين يدي الانسان هو كل شيئ يقع نظرة عليه من غير ان يحول وجه اليه

অর্থঃ-এটি প্রতীয়মান যে, মানুষের সামনে সেই বস্তু রয়েছে,যার প্রতি তার দৃষ্টিপাত হয়। এবং তাকে নিদর্শনে মুখ ফিরাতে হয় না।

(জুমাল খণ্ড-৩,পৃষ্ঠা-৪৮২)।

এবারে দেখুন উপরোল্লিখিত অর্থই বহু আয়াত সমুহে প্রমাণিত। যেমন;-

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

অনুবাদঃ-(তিনি)জানেন যা কিছু তাদের সম্মুখে রয়েছে এবং যা কিছু তাদের পিছনে--।

(সুরা-বাক্বারা,পারা-৩,আয়াত-২৫৫,কানযুল ঈমান)।

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ⑨

অনুবাদঃ-তবে তারা কি দেখেনি,যা তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে রয়েছে-আসমান ও যমীন--।

(সুরা-সাবা,পারা-২২,আয়াত-৯,কানযুল ঈমান)।

وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ

إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ⑯

অনুবাদঃ-তিনি তো নন,কিন্তু তোমাদেরকে স তর্ক কারি এক কঠিন শাস্তির পূর্বে।

(সুরা-সাবা,পারা-২২,আয়াত-৪৬,কানযুল ঈমান)।

এবারে তাফসীর গ্রন্থে বাইনা ইয়াদায় এর অর্থ এক নযরে দেখা নেওয়া উচিত।

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী আলাইহির রাহমা বলেনঃ- له ميقات من بين يديه

উক্ত আয়াতের তাফসীরে বাইনা ইয়াদায়হি এর অর্থ কাদ্দামাহু অর্থাৎ সামনে,করা হয়েছে।

(জালালাইন শরীফ,পৃষ্ঠা-২০১)।

وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ

অর্থঃ-এই আয়াতেও তার অর্থ সামনেই করানো হয়েছে।

(জুমাল খণ্ড-৩,পৃষ্ঠা-৪৮২)।

স্বয়ং সে আবু দাউদ শরিফে বাইনা ইয়াদায় এর সাথে আলা বা-বিল মাসজিদ ও লিপিবদ্ধ রয়েছে এন্মাগ আসল তথ্য তাতে বর্ণিত যে, মিম্বার সংলগ্ন বা কম পক্ষে দরজার উপরে এবং খতীবের সামনে আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যাহেরি যুগে সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমগণ সে দুরত্বকে স্বীকার করেছেন। অত এব উক্ত ব্যখায় প্রমাণিত হয় যে, বাইনা ইয়াদায়হি এর অর্থ মিম্বারে বা খতীব সংলগ্ন,পাসাপাশি জায়গা বাতিল ও ভিত্তিহীন। আর খোতবার আযান মিম্বার বা খতীব সংলগ্ন মাসজিদের ভিতরে,এটাও খিলাফে সুন্নাত। বাবুল যুহুদ ফিক্বাহ গ্রন্থে বলা হয়েছে।

ولا منافة بين قوله بين يدي رسول الله صل الله عليه وسلم وبين علي باب المسجد وان باب المسجد هذا كان في جهة فاذاجلس رسول الله صلي الله

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

এখন তার সনদের তাহক্বীক অতি সংক্ষেপে পেশ করা হচ্ছে। উক্ত সনদে একজন বিশিষ্ট রাবী হযরত মুহাম্মাদ বিন ইশাক্বকে নিয়ে সমালোচনা করেছেন,সেগুলো বাস্তবতার দৃষ্টিতে পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন।

বরং বর্ণিত হাদীসের সনদে রাবী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্বকে মুহাদ্দীসগণ সিক্বাহ বলেছেন এবং তার সিক্বাহ হওয়াতে কোন ধরণের সন্দেহ পোষন করেন নি। কাজেই ইমাম শাআবী,আবু যুরআহ এবং ইবনে হাজার আসকালানি মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্বকে সিকাহ অর্থাৎ সত্যবাদি বলেছেন।

যেমন তাহযীবুত তাহযীব নামক কিতাবে লিখিত আছে;-

هذا الحديث صحيح محمد بن اسحاق ثقة صدوق امام قال شعبة وابوزرعه والزهبي وابن حجر صدق وقال الامام ابن المبارق انا وجدناه صدزقا اناوجدناه صدوقاانا وجدناه صدوق

অর্থাৎঃ-এই হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব সিক্বাহ এবং ইমামা। হযরত শোআবাহ,আবুযুরআহ জাহবী এবং ইবনে হাজার আস কালানী আলাইহিমুর রাহমাতু ওয়া রিদ্বওয়ান তাকে স ত্যবাদী বলেছেন। এবং উবনুল মুবারক বলেন আমরা তাকে সত্যবাদি পেয়েছি,আমরা তাকে সত্যবাদি পেয়েছি।

---জারী থাকবে।

عليه وسلم علي المنبر للخطبة يكون هذا الباب قدامه فيكونه بين يديه علم شامل لما كان في محاذاته او شئا منحرفا الي اليمين اوا شمال او يكون علي الارض او الجدار

অনুবাদঃ-হাদীসের কাউল বাইনা ইয়াদায়হি রাসুলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আলা বা বিল মাসজিদ এর মধ্যে কোন প্রকার বিপরীত নয়। কারণ মাসজিদের দরজা বামদিকে ছিল,যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোতবা দেওয়ার জন্য মিম্বারে তাশরীফ রাখতেন, তখন সে দরজা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখেই হতো। কারণ বাইনা ইয়াদাইহি সব ক্ষেত্রে ব্যাপক, যা কিছু সম্মুখে রয়েছে অথবা কিছুটা ডানে বামে বা যমীনে-দেওয়ালে রয়েছে সবই সংযুক্ত। আল্লামা আবদুল হাই লখনভী উমদাতুর রিয়ায়াহ নামাক কিতাবে লিখেছেনঃ-

قله بين يدي اي مستقبل الامام في المسجد كان اوخارجه

অর্থঃ-বাইনা ইয়াদাই অর্থাৎ ইমামের সম্মুখে, মাসজিদের ভিতরে হক অথবা বাহিরে। এবং খোতবার আযান মাসজিদের বাহিরেই সুন্নাত।

(উমদাতুর রিয়ায়াহ খণ্ড-১,পৃষ্ঠা-৩৩৩)।

অতি সংক্ষিপ্তে আলোচ্য হাদিস শরীফের মাতান তাহক্বীক সমাপ্ত করা হল। এবং আলহামদু লিল্লাহ্ তাতে কোন প্রকার সন্দেহ থাকলো না যে,উক্ত হাদীসের মাতান সহীহ নয়,বরং প্রকাশ্যে বোঝা যায় গেলো তার মাতান সহীহ এবং হাসান।

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৈনন্দিনের আমল

----নিজস্ব প্রতিনিধি

ওয়াক্তী নামাযের বিষয়

অবশ্য প্রত্যেক নামাযের জন্য নতুন নতুন উযু করাই ছিল আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাধারণ অভ্যাস। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনান্য অধিকাংশ সুন্নাত নফ্‌ল নামায ঘরে আদায় করতেন। ভোরে আযান শুনার সঙ্গে সঙ্গেই শয্যা ত্যাগ করতেন এবং ছোট সুরা দিয়ে দু রাকায়াত সুন্নাত নামায পড়ে নিতেন। তবে ফরয নামাযে সাধারণত বড় সুরা পাঠ করতেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে সায়িব রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন একবার মক্কায় ফযরের নামাযে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুরা মুমিনুন পড়ে ছিলেন। কখনোও বা সুরা ওয়াল লাইলি ইযা আস্ আসা কখনোও বা সুরা ক্বাফ পড়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুম বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফযরের নামাযে সাধারণত ৬০ থেকে ৭০ আয়াত পর্যন্ত পাঠ করতেন। যোহর ও আসরের নামায ফযরের তুলনায় যদিও কিছুটা সংক্ষিপ্ত হত,তথাপি প্রথম দুই রাকায়াতে সুরা ফাতিহার পর এতটুকু বড় সুরা পাঠ করতেন যে, ক্বিরাত পাঠ করার সময়ের ফাঁকে কোন ব্যক্তি জান্নাতুল বাক্বীতে গিয়ে ফিরে এসে ঘরে উযু করে প্রথম রাকায়াতে শামিল হতে পারতেন। সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমগণ বলেন যোহরের প্রথম দুই রাকায়াতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলিফ লাম তানযিল আস্-সিজদা পরিমান বড় সুরা পাঠ করতেন। আসরের প্রথম দুই রাকায়াত যোহরের প্রথম দুই রাকায়াতের মতই লম্বা করতেন। হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহরের প্রথম রাকায়াতে ৩০ আয়াত পরিমাণ এবং দ্বিতীয় রাকায়াতে ১৫ আয়াত পরিমাণ ক্বিরাত পাঠ করতেন। হযরত জাবির ইবনে সামুরা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন,যোহরের সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাব্বিহিস্‌মা রাব্বিকাল আলা পাঠ করতেন। মাগরিবের নামাযে ওয়াল-মুরসালাত ও সুরা তুর এবং ইশার নামাযে ওয়াত্তীন ও তারপর সম পর্যায়ের সুরা পাঠ করতেন।(মুসলিম শরীফ)। চলতে থাকবে—

দারুল হুদা এর আসল রুপ

(মুফ্তী মুহাম্মাদ সাবির মিসবাহী রেজবী,শিক্ষক জামিয়া গাওসিয়া রেজবীয়া,রঘুনাথ গঞ্জ,মুর্শিদাবাদ)। দক্ষিন ভারতের কেরালা রাজ্যের একটি সংস্থা,যা দারুল হুদা নামে পরিচিত। এই সংস্থা ভারতের অনান্য রাজ্যের মতো পশ্চিম বঙ্গেও প্রভাব বিস্তার করেছে এবং কয়েকটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে,তাদের আক্বীদা প্রসঙ্গে মানুষের মধ্যে এক সন্দিহান ভাব বিরাজ করছে কারণ এদের উপরিভাগ সুন্নীর ন্যায় মনে হলেও প্রকৃতভাবে এরা হল সুলহে কুল্লি,এপ্রসঙ্গে পশ্চিম বঙ্গের উচ্চপর্যায়ের ওলামাগণও এদের কার্যকলাপ পর্যালোচনা করে এদেরকে সুলহে কুল্লি বলে বহু পূর্বেই ঘোষনা করেছিলেন। এমনকি গত এপ্রিল মাসে বেরেলী শরীফের বিশিষ্ট পীর সাহেব হুযুর জামালে মিল্লাত মাদ্দাজিল্লাহুল আলিয়া পশ্চিম বঙ্গের আহ্লে সুন্নাত জামায়াতের মাসলাকে আলা হাজরাতের শ্রেষ্ঠ প্রচার কেন্দ্র জামিয়া গাওসিয়া রেজবীয়া,রঘুনাথ গঞ্জ,মুর্শিদাবাদ সফরে আসেন। উক্ত মাদ্রাসায় শিক্ষকদের সাথে মিটিং চলাকালিন দারুল হুদাকে সুলহে কুল্লি বলে ঘোষনা করেন। উক্ত ঘটনার সত্যতা যাচাই করার জন্য উক্ত মাদ্রাসার কয়েকজন শিক্ষকের নাম্বার দেওয়া হলঃ-
9382695042,9735232858,9732708570

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

ইসলামিক নলেজ

----নিজস্ব প্রতিনিধি

প্রশ্নঃ-ক্বোরআন শরীফে কতজন ফারিশ্তার নাম আছে?
উত্তরঃ-ক্বোরআন শরীফে বারো জন ফারিশ্তার নাম আছে।
প্রশ্ন;-জান্নাতের কয়টি দরজা ও তার চওড়া কত?
উত্তর;-জান্নাতের দরয়াজা ১০০টি। একটি দরওজার চওড়া হল যমিন থেকে আসমান পর্যন্ত। একটি অন্যমতে ক্বোরআন শরীফের যত অক্ষর আছে জান্নাতে ততগুলি দরওয়াজা আছে।
প্রশ্নঃ-জান্নাতে নবীদের মধ্যে সবচেয়ে শেষে কে প্রবেশ করবেন?
উত্তর;-জান্নাতে নবীদের মধ্যে সবচেয়ে শেষে হযরত সুলাইমান আলাইহিস্ সালাম প্রবেশ করবেন।
প্রশ্নঃ-উম্মাতে মুহাম্মাদীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম কে জান্নাতে প্রবেশ করবেন?
উত্তরঃ-উম্মাতে মুহাম্মাদীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত সাইয়্যিদুনা আবুবাকার রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু জান্নাতে প্রবেশ করবেন।

(তারিখুল খুলাফা পৃষ্ঠা-৫০,মাদারিজুন্ নাবুয়াত খণ্ড-১,পৃষ্ঠা-৪৭৮)।

প্রশ্নঃ-উম্মাতে মুহাম্মাদীগণের মধ্যে সর্বশেষ জান্নাতে কে প্রবেশ করবেন?
উত্তরঃ- উম্মাতে মুহাম্মাদীগণের মধ্যে সর্বশেষ হযরত সাইয়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু জান্নাতে প্রবেশ করবেন।
প্রশ্নঃ-হাবিলের ইন্তেকালে আদম আলাইহিস্ সালাম কত দিন কেঁদে ছিলেন?
উত্তরঃ-হাবিলের ইন্তেকালে আদম আলাইহিস্ সালাম চল্লিশ বছর কেঁদে ছিলেন।
প্রশ্ন-কাবিলের কিভাবে হত্যা হয়েছিল?
উত্তরঃ-কাবিলের ছেলে কাবিলকে পাথর মের হত্যা করেছিলো যদিও কাবিলের ছেলেটা অন্ধ ছিল।

প্রশ্নঃ-সর্বপ্রথম জাহান্নামে কাকে ফেলা হবে?
উত্তর;-সর্বপ্রথম জাহান্নামে কাবিলকে ফেলা হবে(রুহুল বায়ান পৃষ্ঠা-৫৫৬)।
প্রশ্নঃ-জাহান্নামের গর্ত কতটা?
উত্তরঃ-জাহান্নামের গর্ত হল এতটা যা এই উদাহরণের দ্বারা বোঝা যায় যে,যদি জাহান্নামে একটি পাথর ফেলা হয় সেই পাথর নিম্ন স্থলে পৌঁছাতে ৭০বছর সময় লাগে।
প্রশ্নঃ-জাহান্নামের চওড়া কতটা?
উত্তরঃ-জাহান্নামের চওড়া হল চল্লিশ বছরের।
প্রশ্নঃ-জাহান্নামের সবচেয়ে হাল্কা আযাব কার হবে? এবং সেই আযাবটি কি?
উত্তরঃ-জাহান্নামের সবচেয়ে হাল্কা আযাব আবু ত্বালিবের হবে। এবং সেই আযাবটা হল তাকে জাহান্নামের আগুনের জুতা পরানো হবে এবং সেই তাপে তার মগজটি টগবগ করে ফুটতে থাকবে।

(বুখারী,মিশকাত খণ্ড-২,পৃষ্ঠা-৫০২)।

প্রশ্নঃ-জাহান্নামের আগুনের তাপ কতটা হবে?
উত্তরঃ-জাহান্নামের আগুনের তাপ দুনিয়ার আগুনের চেয়ে ৭০গুন তাপ বেশী হবে।
প্রশ্নঃ-কাকে কোন জাহান্নামে ফেলা হবে?
উত্তরঃ-আল্লাহর একাত্মবাদ অস্বীকারকারিদেরকে জাহান্নামে। ইহুদিকে লাযাতে। নাসারাকে হুতামাতে। সুদখোরকে সাঈর এ। নক্ষত্র পূজারীদেরকে সাক্বার-এ। মুশরিক বা দ্বিতীয় খোদা স্বীকারকারীকে জাহিমে এবং মুনাফিক্বকে হাবিয়া দোজখে ফেলা হবে।
প্রশ্নঃ-জাহান্নামীদের জাহান্নামে প্রবেশ করার সময় বয়স কত হবে?
উত্তর;-জাহান্নামীদের জাহান্নামে প্রবেশ করার সময় বয়স হবে ৩৩বছর।

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

আলাহাযরাত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদ্বীয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিশ্ব জগতের মুসলিম সমাজের কাছে কাছে গ্রহনযোগ্যতা।

----হাকীম মাওলানা আনোয়ার হোসাইন রেজবী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

ভূমিকা

আল্লাহ্ তায়ালার কিছু এমন নেকবান্দাও আছেন, যাদের জন্য অটোমেটিক আমাদের মুখ হতে রাহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাই বা সাদ্বীয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মত পবিত্র শব্দগুলি বাহির হয়ে হয়ে যায়,এবং অন্তর নিজে নিজেই তাদেরদিকে আকর্ষিত হতে থাকে,অন্তরের এই আকর্ষন আল্লাহ্ পাকের ভালো বাসার কারণে হয়। বহু বুজুর্গানে দ্বীনকে আমরা দেখিনি কিন্তু আমাদের অন্তরে তাদের প্রতি অপরিসিম ভালোবাসা বিদ্যমান এবং এইরুপ কেন হবে না? কারণ মুসলিম শরিফের মধ্যে হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীস শরীফে আছেঃ- দোজাহানের বাদশা রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র যবান মুবারক দ্বারা ইরশাদ করেছেনঃ-

إِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرَيْلَ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ.

অনুবাদঃ-যখন আল্লাহ্ তায়ালা কোন বান্দার সাথে মুহাব্বাত করেন তখন হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালামকে বলেন যে,আমি অমুক বান্দার সাথে মুহাব্বাত করি,তুমিও ঐ বান্দার সাথে মুহাব্বাত করো।

রাসুলে আকরম নূরে মুজাস্‌সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ-

فَيُحِبُّهُ جِبْرَيْلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ. فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ

অনুবাদঃ-তখন জিব্রাইল আলাইহিস সালাম ঐ বান্দার সাথে মুহাব্বাত করতে লাগেন এবং আসমানে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ্ তায়ালা অমুক বান্দার সাথে মুহাব্বাত করেন,তোমরাও এ বান্দার সাথে মুহাব্বাত করো। তখন সমস্ত ফারিশ্তা আলাইহিমুস সাল্লামগণ ঐ বান্দার সাথে মুহাব্বাত করতে লাগেন।

নবীয়ে কারীম দয়ার ভাণ্ডার মাহবুবী খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ-

ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ

অনুবাদঃ-তখন গোটা জগৎব্যাপি তাঁর জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ এর নিট ফল হল এটাই যে,মানুষের অন্তর ঐ বান্দারদিকে ধাবিত হয়,যেন ঐ বান্দার ব্যক্তিত্ব সারাজগৎ বাসীর জন্য চম্বকের মতো হয়ে যায়। (باب إذا أحب الله عبدا حببه إلى عباده মুসলিম শরীফ হাদীস নং-২৬৩৭)।

হাদীস শরীফের সুত্রঃ-

আস্‌সিলাতুস্ সাহিহা খণ্ড-২,পৃষ্ঠা-৫৫৬,সহি তিরমীযি হাদীস নং-৩১৬১,সহিহুল বুখারী হাদীস নং-৬০৪০, সাহিহুল জা মে হাদীস নং-২৮৪, আত্‌তারগীব হাদীস নং-১৯৮৬,ইবনে আবীদ্ দুন্‌ইয়া হাদীস নং-২২০, বাইহাক্বী ফী শুয়াবিল ইমান হাদীস নং-৯৭৯০)।

এইরকম একজন মহান ব্যক্তিত্ব এই বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এই জগৎ হতে পরজগৎ গমন করেছেন যাঁকে দুনিয়া,সর্দারে আরব ও আযাম যামানার মুজাদ্দীদ আলাহাযরাত ঈমাম আহমাদ রেজা নামে চেনে ও জানে।

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

আলাহাযরাতের জনপ্রিয়তা

আলাহাযরাত ঈমামে আহলে সুন্নাতের জনপ্রিয়তার অবস্থা এরুপ যে,সারা বিশ্বের কোনায় কোনায় যেমন এশিয়া আফ্রিক্বা ইউরোপ মহাদেশে বিষেশ করে পাক-ভারত উপমহাদেশের বেশীরভাগ মুসলিম জনসাধারণ সুন্নী মুসলমানের পরিচয় এটাই যে,ইমাম আহ্মাদ রেজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ব্যক্তিত্বের উপর এবং তাঁর শহর বেরেলী শরীফের দিকে নিসবত বা সম্পর্কেরদিকে ইশারা করে বেরেলী বলা হয়। বদমাযহাবেরা সুন্নীমুসলমানদেরকে দরুদ স্বালাম পাঠ করতে দেখলে কিংবা ক্বর যিয়ারত করতে দেখলে কিংবা নবী আলাইহিমুস সালামগণের সঠিকভাবে প্রশংসা করতে দেখলে অথবা অলিদের দর্বারে হাযরি দিতে দেখলেই তাদের অন্তর কেঁপে উঠে এবং সবসময় মিথ্যা কথা বললেও এই হক্ব কথাটি বলতে বাধ্য হয়ে উঠে যে,এরাই হল বেরেলী। সুবহান আল্লাহ! আল্লাহ্ পাক এই জাহান্নামি বদমাযহাবের মুখ থেকে হক্ব কথাটি বের দেন।

আহলে সুন্নাতুল জামাতের লোক তারাই হবে,যারা আলাহাযরাত ইমাম আহ্মাদ রেজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সম্পর্ক রাখে, লোক তাদেরকে বেরেলী বলে। ইহাই ঐ আক্বীদা ও মাসলাক যাকে আরব দুনিয়ার তাসাউফ বা সুফীযাম বলা হয়।

ইমাম আহ্মাদ রেজার জগতজোড়া জনপ্রিয়তা

আলাহাযরাত ইমাম আহ্মাদ রেজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর জনপ্রিয়তা ইহার দ্বারাও অনুভব করা যায় যে,ইহার দ্বারাও অনুভব করা যায় যে, বর্তমান গোটাবিশ্বে সুন্নী এবং অহাবী তথা বাতিল পন্থীদের মধ্যে পার্থক্য কি? এই প্রশ্ন উঠলে আলাহাযরাতের নাম ইমামে আহলে সুন্নাত সুন্নীদের মাথার তাজ,সুন্নীদের জান,আশীক্বে রাসুল,বাতিল পন্থীদের জন্য উলঙ্গ তলোয়ার।

ত্রৈমাসিক সুন্নী দর্পণ পত্রিকার সম্মাণিত পাঠকবৃন্দের জন্য একটি পরশমণী অর্থাৎ কষ্টিপাথর পাঠকগণ;আপনি যখন কোন জায়গায় গিয়ে জুব্বা, পাগড়ি,পাঞ্জাবী পরিহিত,দাড়ী ওয়ালা পীর সাহেব, বক্তাসাহেব,মুফ্তী সাহেব,ইমাম সাহেব্দেরকে দেখে সঠিকভাবে বুঝতে পারছেন না যে,এই বক্তা হাক্ব পন্থী না বাতিল পন্থী তখন আপনি ফর্মূলাটি প্রয়োগ করুন! ফর্মূলাটি কি জানেন?

ফর্মূলাটি হলো এই যে,আলাহাযরাত ইমাম আহ্মাদ রেজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বিষয়ে জিজ্ঞাসা করুন। যদি দেখেন ঐ ব্যক্তি আলাহাযরাত ইমাম আহ্মাদ রেজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নাম শুনে খুব খুশি হয়ে যান এবং আলাহাযরাত ইমাম আহ্মাদ রেজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর প্রসংশা করতে থাকেন তাহলে জানবেন যে, এইব্যক্তি(সুন্নী)অর্থাৎ আহলে সুন্নাতুল জামায়াতের লোক আছেন। আর যদি এর বিপরিত হয় অর্থাৎ আলাহাযরাত ইমাম আহ্মাদ রেজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নাম শুনে তার মুখটা বাংলা পাঁচের মতো হয়ে যায়,তাহলে জানবেন এ বেটা পাক্কা অহাবি ইংরেজদের দালাল এবং শয়তানের এজেন্ট আছে।

অত এব তার থেকে দূরে থাকাটা আপনার ইহকাল এবং পরকালের জন্য নিরাপদ।

পরামর্শ

পরিশেষে বলবো ত্রৈমাসিক সুন্নী দর্পণ পত্রিকার সম্মাণিত পাঠকবৃন্দের নিমিত্তে করজোড় করে আবেদন এই যে,আপনারা এ সমস্ত আলিম,বক্তা, ইমাম,মুফ্তি,পীর সাহেবের সঙ্গে সম্পর্ক রাখুন! যারা মাসলাকে আলাহাযরাতের সাথে সম্পর্ক রাখেন। তা না হলে আপনার অমূল্য সম্পদ ঈমান ও আক্বীদা ঐ বদমাযহাবেরা সমূলে ধ্বংস করে দিবে।

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

জিহ্বার ক্ষতি ও নীরবতার ফজিলত

--মুফ্তী আব্দুল আযীয কালিমী,ইমাম কালিয়া চক পাঁচতলা জুমা মাসজিদ,মালদা।

জিহ্বার ক্ষতির পরিধি ব্যাপক-বিস্তৃত এবং উহার পরিণিতিও বড় ভয়াবহ। ইহা হইতে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় হইল নীরব থাকা। এই কারণেই শরীয়তে নিরব থাকার প্রশংসা করিয়া উহার প্রতি উৎসাহিত করা হইয়াছে। রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ—

مَنْ صَمَتَ نَجَا

অনুবাদঃ-যে নীরব থাকে সে মুক্তি পায়।(তিরমীযি শরীফ)। অন্য হাদিসে আছেঃ

اَلصَّمْتُ حِكْمَةٌ وَقَلِيْلٌ فَاعِلُ

অনুবাদঃ-নীরব থাকা হইল হিকমাত ও প্রজ্ঞা।(কিন্তু) কম লোকই উহার আমল করে।

হাদীস শরীফঃ-হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সুফিয়ানের পিতা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন,একবার আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমাতে আরজ করিলাম,ইসলাম সম্পর্কে আমাকে এমন কোন কথা বলিয়া দিন যেন আপনার পরে আর কাহারো নিকট জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন না হয়। আমার এই নিবেদনের উত্তরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করিলেনঃ-

قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِيْمْ

অনুবাদঃ-বলো; আল্লাহর উপর ঈমান আনিলাম। অতঃপর এই ঈমানের উপর কায়েম থাকো। আমি আরজ করিলাম,হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি কোন বিষয় হইতে বাঁচিয়া থাকিবো? উত্তরে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিহ্বার দিকে ইশারা করিয়া বলিলেন,ইহা হইতে বাঁচিয়া থাকো।(তিরমিযী)।

হাদীস শরীফঃ-হযরত উকবা বিন আমির রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু বলেন,একবার আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমাতে আরজ করিলাম; নাজাতের উপায় কি? আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করিলেন;-

اَمْسِكْ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلٰى خَطِيْئَتِكَ

অনুবাদঃ-জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রনে রাখো,তোমার ঘর যেন তোমার জন্য যথেষ্ট হয়(অর্থাৎ ঘর হইতে বাহির হইওনা) এবং নিজের গুনাহের জন্য(অনুশোচনায়) অশ্রু বর্ষন কর।(তিরমিযী)।

অন্য হাদীসে আছে,যে ব্যক্তি নিজের উদর,লজ্জাস্থান ও জিহ্বার ক্ষতি হইতে বাঁচিয়া থাকে,সেই ব্যক্তি সর্বাধিক অনিষ্ট হইতে নিরাপদ থাকে। কেন না মানুষ এই তিনটি অঙ্গের খাহিশের কারণেই বিপথগামি হইয়া থাকে।

★একবার নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল,কোন্ বিষয়ের কারণে মানুষ অধিক পরিমানে জান্নাতে যাইবে? উত্তরে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করিলেনঃ- تَقْوَى اللّٰهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ

অনুবাদঃ-আল্লাহর ভয় ও সচ্চরিত্রতার কারণে। পূণরায় আরজ করা হইল,সেই বিষয়টিও বলিয়া দিন যার কারণে মানুষ জাহান্নামে যাইবে। তখন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেনঃ- اَلْ—اَلْفَمُ وَالْفَرْجُ

অনুবাদঃ-দুইটি বস্তুর কারণে মুখ ও লজ্জাস্থান।(তিরমিযী,ইবনে মাযা)।

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

এখানে মুখের অর্থ জিহ্বাও হইতে পারে। কেন না মুখ হইল জিহ্বার আবাস। তাছাড়া মুখের অর্থ পেটও হইতে পারে। কারণ মুখের মাধ্যমে বা মুখের পথ দিয়েই পেট ভরা হয়।

★একদা হযরত আব্দুল্লাহ্ সাক্বাফী রাদ্বীয়াল্লাহ্ আনহ্ রাসুল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমাতে আরজ করিলেন,হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে এমন কোন বিষয় বলিয়া দিন যেন সারা জীবন তার উপরে আমল করিতে পারি। তখন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেনঃ-

قُلْ رَبِّيَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ

অনুবাদঃ-তুমি বল, আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক। অতঃপর তার উপর কায়েম থাকো। সাহাবী রাদ্বীয়াল্লাহ্ আনহ্ আরজ করিলেন,আপনি আমার সম্পর্কে কোন্ বিষয়টি আদিক আশংকা করিতেছেন? উত্তরে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় জিহ্বা মুবারক স্পর্শ করিয়া বলিলেন; ইহা সম্পর্কে।(নাসাঈ)।

হাদীস শরীফঃ-হযরত মুয়ায বিন জাবাল রাদ্বীয়াল্লাহ্ আনহ্ রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন,সর্বোত্তম আমল কোন্টি? উত্তরে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জিহ্বা মুবারক বাহির করিয়া তার উপর আঙ্গুল স্থাপন করিলেন,অর্থাৎ নীরব থাকা সর্বোত্তম আমল।(তাবরানী)।

হাদীস শরীফঃ-হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বীয়াল্লাহ্ আনহ্ হইতে বর্ণিত,রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ-

বান্দার ঈমান ততক্ষন পর্যন্ত ঠিক হয় না,যতক্ষন তাহার ক্বলব(হৃদয়) ঠিক না হয়। আর সেই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিতেয়ারিবে না,যার ক্ষতি হইতে তাহার প্রতিবেশী নিরাপদ নহে।((ইবনে আবিদ্দুন্য়া)।

অন্য আরো এক হাদীসে আছে—

مَنْ سَرَّهُ سَرَّهُ اَنْ يُسْلِمَ فَلْيَلْزَمِ الصَّمْتَ

অনুবাদঃ-যে ব্যক্তি শান্তি পছন্দ করে,সে যেন নীরবতা অবলম্বন করে।(বাইহাক্বী,ইবনে আবিদ্দুন্য়া)।

★হযরত সুলাইমান আলাইহিস্ সালাম বলিয়াছেন, (মনে কর)কথা বলা যদি রূপা হয়,তবে নীরব থাকা যেন স্বর্ণ।

নীরবতা উত্তম হওয়ার কারণ

উপরের আলোচনা পঠনে মনে এইরূপ প্রশ্ন আসিতে পারে যে,এই নীরবতা ও চুপ থাকা উত্তম হওয়ার কারণ কি? তার উত্তর হইল,কথা বলিতে গেলেই পদে পদে যত বিপদাশংকা। ঝুট,মিথ্যা,পরনিন্দা, গীবত-শেকায়াত লোক দেখানো কর্ম,চুগলখোরী কথা বাড়াইয়া বলা বা হ্রাস করা,মিথ্যা প্রশংসা, আত্মপ্রশংসা,অপরকে কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি সর্বনাশা অপরাধসমূহ এই জিহ্বার মাধ্যমেই হইয়া থাকে। জিহ্বা অতি সহজেই সঞ্চালন করা যায় এবং তাতে কিছু মাত্র কষ্ট হয় না,বরং কথা বলাতে অভ্যস্ত ব্যক্তিগণ অর্নগল কথা বলিতে এক প্রকার আত্মসুখই আনুভব করিয়া থাকে।

■❖■

✈ সুন্নী হাজ্জ ও উমরা গাইড
সুন্নী মতে যারা হাজ্জ এবং উমরা করতে ইচ্ছুক আজই যোগাযোগ করুন।
-------ফোন নাম্বার–9732030031,9609746560

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

নাত ও মানকাবাত

তাজদারে মাদীনা ﷺ

-----মেহেদী হাসান জামালি

মা আমিনার রত্ন ও প্রাণের নবী,
তোমার মতো কেউ হবে না।
তুমি সবার সেরা তুমি খোদার পিয়ারা
ওগো তাজদারে মাদীনা॥

এলো যখন আল্লাহতায়ালার নূর
উঠল বেজে তাওহীদের সুর,
যত অন্ধকার ছিল হল যে দূর
আলোকিত হল সারা যামানা॥

এক আল্লাহ্ ছাড়া ছিলনা কিছু
তুমি হওয়ার পরে হল সবকিছু,
তোমায় সবার আগে সব তোমার পিছু
সৃজন করলেন মহান রাব্বানা॥

মোদের অন্তরে আক্কা তোমার নাম
হয়েছি মোরা তোমার গোলাম
দিনরাত জানাই নবী তোমাকে সালাম,
প্রেরণ করি দুরুদের নাজরানা॥

তিনশ তেরো জন বদরের প্রান্তরে
করেছিলেন জিহাদ ইসলামের তরে
সফল হয়েছেন তারা জগৎ মাঝারে,
পেয়েছেন জান্নাতের পরওয়ানা॥

আল্লাহ্ কাওসার তোমায় করেছেন আতা
তুমি তো গায়েবের সংবাদ দাতা
কবর হাশর মিযানে তুমিই ত্রাতা,
তোমার হাতে দোজাহানের খাযানা॥

শানে তাজুশ্শারীয়া

-----জিয়াউল মুস্তাফা রেজবী

মুর্শিদ আমার আখতার রেজা,তাহার বড় শান।
তাজুশ্শারীয়া তিনি এ কথা জানে জাহান॥

পিতা যাহার মুফাস্সিরে আযাম,
নানা যাহার মুফতীয়ে আযাম
আলা হযরাতের খান্দান॥ঐ

ইসলামের ঝাণ্ডা নিয়ে হাতে,
সফর করেন দিন ও রাতে,
আরব,ইরান,ইরাক,দুবাই,
আমেরকা লন্দন,পাকিস্তান॥ঐ

মুর্শিদের আমার এতই যে রূপ,
আসমানের চাঁদ দেখে হয় চুপ,
যার চেহেরা দেখে কত শত,
বেদ্বীন এনেছে ঈমান॥ঐ

ছয় জিলকদ শুক্রবার রাতে,
পৌঁছাল খবর জগতে,
ডুবে গেছে বেরেলীর চাঁদ,
শোকে কাঁদিছে জাঁহান॥ঐ

তাহার কথা কি আর বলি,
মুর্শিদ আমার আল্লাহর ওলি,
ধন্য হয়েছে জিয়াউল মোস্তাফা,
পেয়ে আজহারী দামান॥ঐ

❖❖❖

প্রিয় নবী ﷺ অতুলনীয়

---ফকীর নূরুল আরেফিন রেজবী

সৃষ্টিতে নাই কেহ সবার সেরা প্রিয় নবীর মত,
নয় চাঁদ,নয় কোন গ্রহ তারা প্রিয় নবীর মত।

অন্ধকার ধরা আলোতে ভরা হল যাঁর ওসীলায়,
নূরে ভরা রহমত হয়ে এলেন যিনি দুনিয়ায়।
সেরা বাণী বলেনি কেহ প্রিয় নবীর মত॥

ইমাম রেজা আশিক হলেন,আশরাফ আলী বেঈমান।
ঈমানের জান হয়নি কেহ প্রিয় নবীর মত॥

নবীর আগমন ঘটল যখন ছড়াল সদায় নূর,
হুর গেলেমান ফারিস্তা ইনসান মিলিয়েছিল এই সুর।
দেখিনি মোরা নয়নে কভু প্রিয় নবীর মত॥

দেখা দিয়ে ধন্য কর বলে গোলাম আরেফিন,
দীদার বিণা জীবন মোর হচ্ছে শুধু হীন।
দীদারে কারও আর হয় না ঈদ প্রিয় নবীর মত॥

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

তাজেদারে মদিনা সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ
www.syedmostafasakib.blogspot.com

ত্রৈমাসিক সুন্নী দর্পণ সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য বিষয়

- ধর্মীয় সংস্কার মূলক দলীল ভিত্তিক রুচীশীল প্রবন্ধ, নাত, মানকাবাত, সুন্নী দর্পণ পত্রিকায় স্থান পাইবে।
- লেখা পরিস্কার পরিছন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- বৎসরে যে কোন সময় নিয়মিত গ্রাহক হওয়া যায়।
- প্রতি সংখ্যার মূল্য ২৫/-টাকা মাত্র।
- বাৎসরিক ডাকসহ ১৫০/-টাকা মাত্র।

লেখা, বিজ্ঞাপন দেওয়া ও যোগাযোগের ঠিকানা;-

TOROYMASIC SUNNI DARPAN
Mob:-9732030031,9647731169,9832925240

পত্রিকা পাইবার ঠিকানা

১)মুসলিম বুক ডিপো,কালিয়াচক,মালদা।
২)কালিমীয়া বুকডিপো,কালিয়াচক,মালদা।
৩)আশরাফী বুকডিপো,বুনিয়াদ পুর,দঃ দিনাজপুর।
৪)সুন্নী মিশন কুশমুন্ডি,দঃ দিনাজপুর।
৫)মাওলানা নুরুদ্দীন রেজবী,দঃ দিনাজপুর।
৬) G.K প্রকাশনী গাওসিয়া লাইব্রেরি,কলকাতা।
৭)চিশ্তীয়া লাইব্রেরী,নামুনদাই পুর,লাল গোলা,মুর্শিদাবাদ।
৮)ইউসুফ বুক হাউস,বাঁধাল জিয়াগঞ্জ,মুর্শিদাবাদ।
৯)মুফতী বুক হাউস,রঘুনাথ গঞ্জ,মুর্শিদাবাদ।
১০)ফিকরে রেজা একাডেমী,কাপসিট মাদ্রাসা বর্দ্ধমান।
১১)রেজবী কুতুবখানা,পুটখালি শরীফ,মহেশতলা,কলকাতা-১৩৯।
১২)রেজবী বুক ডিপো,ভগবান গোলা,মুর্শদাবাদ।
১৩)খানকায়ে বাসেতীয়া,শাহপুর দর্বার শরীফ,পূর্ব মেদেনীপুর।
১৪)নাজিমুদ্দীন সেখ রেজবী,বাদামতোলা মেটিয়াবুরুজ।
১৫)মুফতী আখতার আলী ক্বাদেরী,বেলাকুবা,জল পাইগুড়ি।
১৬)আজিম বুকডিপো বড় মাসজিদ,পুরুলিয়া।
১৭)যুবাইর আহমাদ লস্কর,ঝানযার বালী,চাছার,আসাম।
১৮)মাওলানা সাবির রেজবী,বিল্লাপুর সাতগাছিয়া,দঃ ২৪ পরগণা।
১৯)মাওলানা জুলফিক্বার সাহেব,সাঁকরাইল,হাওড়া
২০)জাহির রেজবী,মুম্বাই।
২১)ওলিউল্লাহ রেজবী,ফুরকানিয়া ষ্টোর্স, S.T রোড,নেয়ার পুলিশ ষ্টেষন,বদর পুর।
২২)সাইয়েদ অবু শামা আহমেদ,করিম গঞ্জ,আসাম।
২৩)মোঃ ফায়েজ আহমাদ লস্কর,হাইলা কান্দী টাউন,আসাম
২৪)ফিরোজ,আসাম।
২৫)রামপুর হাট বড় জামে মাসজিদ থানার নিকট।
২৬)মাওলানা আব্দুল আহাদ(ভগবান গোলা)।
২৭)ক্বারী সিরাজুল ইসলাম রেজবী,দাঁতুড়া।
২৮)মাওলানা হারুন রশীদ,বিষু-ডাঙ্গা।
২৯)আব্দুল কুদ্দুস শেখপাড়া
৩০)সাইয়েদ গোলাম মহিউদ্দিন,বোলপুর।

পত্রিকা সম্পর্কিত মতামত সাদরে গ্রহণীয়

সুন্নী দর্পণ

(ছন্দের মাধ্যমে)——

☑সুঃ- সুন্নী মোরা ক্বোরআন,হাদীস,ইজমা ও ক্বিয়াসের অনুসারী।
☑নঃ-নত করিনা শির সম্মুখে ছাড়া,যিনি সব মাখলুকের সৃষ্টিকারী,
☑নীঃ- নীতি শিক্ষা হল এটা, যা খোদা প্রাপ্তির শর্ত প্রধান॥
☑দঃ- দয়ার নবীর ওসীলায় তা ক্বোরআন দিয়েছে প্রমাণ।
☑র্প(প)ঃ- পত্রিকা সুন্নী দর্পণ পড়ুন,পড়ান রাখুন সকলের ঘরে ঘরে,
☑ণ(ন)ঃ-নবীর করুণায় আহলে সুন্নাত ও মাসলাকে রেজা জানার তরে।

ফক্বীর নূরুল আরেফিন রেজবী

বিঃদ্রঃ- এই পত্রিকার,সদস্যপদ গ্রহণ,সদস্যপদ বাতিল, লেখা সিলেক্ট,এবং যে কোন বিষয়ে শেষ ফয়সালা সিলেকশন কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হইবে—সম্পাদক।

Designed & Printed by.: MIA DL, Cell : 9958423551 8851655327, w: 9582458244